

বিএসপি-কে কখনওই দুর্বল হতে দেব নাঃমায়াবতী



লখনউ, ১৭ মার্চ : জাতপাতের তাস খেলে এমন কিছু দল বহুজন সমাজবাদী পার্টি (বিএসপি)-কে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। কিন্তু তিনি কখনওই তার দলকে দুর্বল হতে দেবেন না। সোমবার এমনটাই জানালেন বিএসপি-র জাতীয় সভাপতি মায়াবতী। বিএসপি সুপ্রিমো এদিন তাঁর বাসভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, দলকে কখনওই তিনি দুর্বল হতে দেবেন না।তিনি অভিযোগ করেন, কিছু জাত-বর্ণবাদী দল বিএসপিকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। বলেন, তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা আমি কখনওই ফলগ্রস্ হতে দেব না। বহুজন সমাজ আমার পাশে আছে। মায়াবতী আরও বলেন, ২০২৭ সালে উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দিতা করতে সক্ষম বহুজন সমাজবাদী পার্টি।

বিহারে মঙ্গলরাজ চলছে, যেখানে কেউ নিরাপদ নয়ঃরাবড়ি দেবী



পাটনা, ১৭ মার্চ :বিহারের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার নীতীশ কুমার সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী। বিহারে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবনতি হয়েছে বলে অভিযোগ রাবাি দেবীর। এই ইস্যুতে এদিন রাজ্য বিধানসভার বাইরে প্রতিবাদ করেছে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবী এবং আরজেডি বিধায়করা।রাবড়ি দেবী এদিন বলেছেন, বিহারে মঙ্গলরাজ চলছে, যেখানে কেউ নিরাপদ নয়। তাঁর কথায়, হোলির সময় যদি দুই দিনে ২২টি খুন হয়, তাহলে প্রতিদিন কতজন খুন হতে পারে? তাঁরা বলে এখানে সুশাসন আছে, আইন-শৃঙ্খলা ঠিক আছে। আইন-শৃঙ্খলা ঠিক কোথায়? যদি সরকারি আধিকারিক, ইন্সপেক্টর এবং কন্সটেবলের খুন করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের কী হবে? এটা নাকি মঙ্গলরাজ জঙ্গলরাজেও এমন ঘটনা ঘটেনি।ইন্সপেক্টর এবং কন্সটেবলদের খুন করা হয়নি, এটা মঙ্গলরাজ, যেখানে কেউ নিরাপদ নয়।

ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিতা ডঃ দেবেন্দ্র প্রয়াত, শ্রদ্ধার্থী অর্পণ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : প্রয়াত হয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পিতা দেবেন্দ্র প্রধান। সোমবার ৮৪ বছর বয়সে দিল্লিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও প্রবীণ বিজেপি নেতা ডঃ দেবেন্দ্র প্রধান। পিতার প্রয়াণে শোকগুস্তর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান।প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী, সরকারের আমলে মন্ত্রী ছিলেন প্রবীণ বিজেপি নেতা দেবেন্দ্র প্রধান। ওড়িশার বিজেপি সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব সামলেছেন। সোমবার ডঃ দেবেন্দ্র প্রধানের মরদেহে শ্রদ্ধার্থী অর্পণ ক রেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। শ্রদ্ধার্থী অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংও।

ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন

বিশাখাপত্তনম, ১৭ মার্চ : অন্ধ্রপ্রদেশের আনাকাপল্লি থেকে বিশাখাপত্তনম যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি মালগাড়ি। সোমবার সকালে একটি মালগাড়ি ভারী লোডিংয়ের কারণে গার্ডারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, যার ফলে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং আনাকাপল্লির কাছে রেল পরিষেবা বন্ধিত হয়।রেল সূত্রের খবর, আনাকাপল্লি এবং বিশাখাপত্তনমের মধ্যে টেন চলাচল সাময়িকভাবে ব্যাহত

উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন বাস্তবায়নের পর্যালোচনা অমিত শাহের

গুয়াহাটি, ১৭ মার্চ : উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির সব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উচ্চস্তরীয় বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। গত রবিবার বিকালে কোকরাঝাড় থেকে গুয়াহাটি এসে এখানকার হোটেল রেডিসন ব্লু-তে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ভারতে তিনটি নতুন প্রচলিত ফৌজদারি আইন ‘ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা’ (বিএনএসএস), ‘ ভারতীয় ন্যায় সংহিতা’ (বিএনএস) এবং ‘ ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম’ (বিএসএ)-এর বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ।যে সকল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন তাঁরা যথাক্রমে অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, ত্রিপুরার ডা. মনিক সাহা, নাগাল্যান্ডের নেইফিউ রিও, মেঘালয়ের কনরাড কে সাংমা, মিজোরামের লালদুহোমা, অরুণাচল প্রদেশের পেমা খাম্ডু, সিকিমের প্রেম সিং তামাং , কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন, ইন্সটে লিজেন্স ব্যুরোর ডিরেক্টর তপনকুমার ডেকা,



ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপি আর অ্যান্ড ডি)-এর মহাপরিচালক রাজীবকুমার শর্মা সহ কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক।মাণিপুরে যেহেতু রাষ্ট্রপতি শাসন চলছে, তাই মণিপুরের প্রতিনিধিত্ব করেছেন রাজপাল অজয়কুমার ভান্না। এছাড়া ছিলেন অসমের পুলিশ-প্রধান ড. হরমিত সিং সহ উত্তরপূর্বীয় পাঁচ রাজ্যের ডিজিপি এবং একাধিক

ফের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, অধ্যাপিকা স্পিভাককে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর



কলকাতা, ১৭ মার্চ : হিউম্যানিটিজ ও সোশ্যাল সায়েন্সে নরওয়ের হলবার্গ পুরস্কার পেতে চলেছেন অধ্যাপিকা গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাভা। অসিও হিউম্যানিটিজের নোবেল বলে পরিচিত এই পুরস্কার। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের এই সম্মানে গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বড়োপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে অধ্যাপিকাকে শুভেচ্ছা

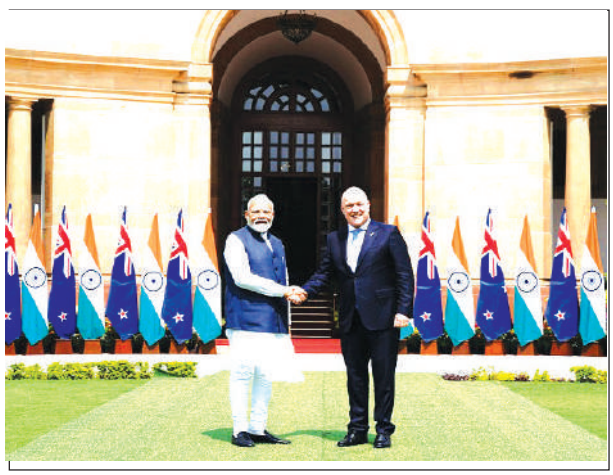
তুলে ধরেছেন বৈঠকে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন আজকের আয়োজনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বৈঠক শুরু করেছেন। সবার উপস্থাপনের পর অমিত শাহ আসাম ত্রি:মিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি) কর্তৃক সংকলিত এবং অসম সরকারের প্রকাশিত ‘ ফৌজদারি আইন স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওরস অ্যান্ড রুলস’ শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করেছেন।ব্যুরো অব পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআর অ্যান্ড ডি) -এর মহাপরিচালক রাজীবকুমার শর্মা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব রাজ্যে তিনটি আইন বাস্তবায়নের অগ্রাধিতর ওপর সংক্ষিপ্ত চূড়ান্ত উপস্থাপন করেছেন।সব শেষে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণকারী অন্তর্গুটি বিনিময়ের পাশাপাশি উদ্বেগের সমাধানসূতর খুঁজেছেন। আলোচনায় কেন্দ্রীশতয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ তিনটি আইন এবং কীভাবে সেগুলি আরও ভালোভাবে বাস্তবায় করা যেতে পারে সেসম্পর্কেব্যব্শপে প্রশ্ন করেছেন।

তামিলনাড়ু বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব, ধ্বনিভোটে খারিজ



চেন্নাই, ১৭ মার্চ :তামিলনাড়ু বিধানসভার অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল এআইএডিএমকে। যদিও ধ্বনিভোটে সেই প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়। তামিলনাড়ু বিধানসভার স্পিকার এম আগ্নাভুর বিরুদ্ধে এআইএডিএমকে-র আনা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ৬২ জন সদস্য এবং বিরোধিতা করেন ১৫৪ জন সদস্য। এআইএডিএমকে অভিযোগ করে, স্পিকার আগ্নাডু পক্ষপাতদুষ্ট এবং তামিলনাড়ু বিধানসভার ভেতরে একজন ডিএমকে কর্মীর মতো আচরণ করেছেন। অধ্যক্ষ আগ্নাভুর বিরুদ্ধে এআইএডিএমকে কর্তৃক সরকারের দোষ খুঁজে বের করার কোনও সুযোগ নেই, তাই এই ধরণের প্রস্তাব আনা হয়। এই বিধানসভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, অধ্যক্ষের কার্যপ্রণালীতে আমি খুশি। যেহেতু সরকারের দোষ খুঁজে বের করার কোনও সুযোগ নেই, তাই এই ধরণের প্রস্তাব আনা হয়। এই বিধানসভা এই প্রস্তাব গ্রহণ করবে না।তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন বলেছেন, বিধানসভার স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের এই প্রস্তাবে মানুষ হাসবে। আজকের এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারবে স্পিকার কীভাবে কাজ করেন। স্পিকারের কাজ সবসময়ই নিরপেক্ষ ছিল। সেই কারণেই আমরা তাঁকে স্পিকার হিসেবে ঘোষণা করেছি। তিনি আমাদের সরকার অথবা দলের প্রভাব ছাড়াই কাজ করেন।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও লুন্হন, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক উভয় প্রধানমন্ত্রীর



নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুন্হন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্রিস্টোফার লুন্হনের মধ্যে সোমবার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। এছাড়াও প্রতিনিধি পর্যায়ের আলোচনাও করেছেন তারা।পরে প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী লুন্হন দুই দেশের মধ্যে চুক্তি বিনিময় প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, আমি প্রধানমন্ত্রী লুন্হন এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে ভারতে স্বাগত জানাই। প্রধানমন্ত্রী লুন্হন ভারতের সঙ্গে যুক্ত। আমরা দেখেছি, সম্প্রতি তিনি অকল্যাণ্ডে কীভাবে হেলি উদ্যাপন করেছেন, আমরা খুশি যে তাঁর মতো একজন তরুণ নেতা রাইসিনা সংলাপ ২০২৫-এ আমাদের প্রধান অতিথি।

দিল্লিতে পাকড়াও ৭ অবৈধ বাংলাদেশি, নির্বাসন প্রক্রিয়া শুরু

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ :রাজধানী দিল্লিতে ফের পাকাও অবৈধ বাংলাদেশি। দিল্লি পুলিশের পূর্ব জেলার একটি বিশেষ অভিযানের আওতায় দিল্লি এনসিআর অঞ্চলে ৭ জন আন্তঃরাজ্য অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাদীকে আটক করা হয়েছে। ডিসিপি অভিষেক ধনিয়া সোমবার জানিয়েছেন, অবৈধ বাংলাদেশি অভিবাদীরা ভারত-বাংলাদেশি সীমান্তের কাছে নদীপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল।ডিসিপি আরও জানিয়েছেন, নিজেদের পরিচয় গোপন রাখতে তারা বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতো। এই ৭ জন অবৈধ বাংলাদেশির নির্বাসন প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরে দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে লাগাতার হচ্ছে অবৈধ বাংলাদেশিদের পাকড়াও করার প্রক্রিয়া। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

শপথ নিলেন বিচারপতি বাগচী, শীর্ষ আদালতে কার্যকালের মেয়াদ ৬ বছর



নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ :কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয়মালা বাগচী সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে শপথ নিয়েছেন। সোমবার সকালে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না তাঁকে শপথবাচ্য পাঠ করান। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শীর্ষ আদালতের অন্য বিচারপতিরাও।গত ৬ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের কলেজিয়াম বিচারপতি বাগচীর নাম শীর্ষ আদালতের জন্য সুপারিশ করে। গত সোমবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে আইন মন্ত্রক জানায়, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মূর্মু সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত করেছেন বিচারপতি বাগচীকে। শীর্ষ আদালতে তাঁর কার্যকালের মেয়াদ হবে ৬ বছরের। হিসাব অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিও হতে পারেন তিনি।

বিল গেটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ শিবরাজের, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন নানা বিষয়ে কথা হয়েছে

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ :কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান সোমবার দিল্লিতে মহিৎক্রেসফোর্স সিও বিল গেটসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। বিল গেটসের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানিয়েছেন শিবরাজ সিং চৌহান। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, বিল গেটস ফাউন্ডেশন বিশ্বভূজ্জে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং সর্বোত্তম অনুশীলন ভাষা করে নেওয়ার ক্ষেত্রে কাজ করছে। কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, নারীর



ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উপাদান উন্নত করা, এআই এবং মেশিন লার্নিং, প্রযুক্তি বিনিময়ের ক্ষেত্রেগুলিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং একসঙ্গে কাজ করার জন্য একটি চুক্তি করা হয়েছে।

ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণ নিয়ে কর্ণাটক

সরকারকে তোপ বিজেপির, আক্রমণ তেজস্বী সূর্যর

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ : কর্ণাটকের কংগ্রেস সরকারের ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ চালু করার সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। সোমবার নতুন দিল্লিতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ তেজস্বী সূর্য এই পদক্ষেপকে অসংবিধানিক বলে অভিহিত করেছেন।তিনি বলেন, এই পদক্ষেপ ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতা ডঃ বি আর আম্বেদকরের দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। সূর্য বলেন, ডঃ আম্বেদকর ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণকে দেশের জন্য মারাত্মক বলে তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেস দলের ভেটো ব্যাংক রাজনীতি দ্বারা

বসন্তেই গরম বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রোদের তেজও। বৃষ্টির দেখা নেই, আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী দুই থেকে তিন দিনে সর্বনিম্ন অথবা সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় তেমন হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তার পেরে দু’দিনে তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে। উত্তরবঙ্গেও আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।মহানগরী কলকাতায় ফের নামল ন্যূনতম তাপমাত্রা, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৭ ডিগ্রি বেশি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে বসন্তের আমেজ অনুভূত হলেও, মহানগরীতে গরম অনুভূত হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও গরম বেশ ভালোই টের পাওয়া যাচ্ছে। আপাতত কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।জোয়ার-সকাল ৬ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মিনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫টা ৫৫মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৪৪মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৪ চৈত্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ,মঙ্গলবার, ইংরেজীঃ১৮ মার্চ ২০২৫, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫২২৫, সৌরঃ ৬ চৈত্র, চান্দ্রঃ৫ বিষ্ণু মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাংব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২ চৈত্র ১৪৩১, ভারতীয় সিলিঃ১ চৈত্র ১৯৪৬, মৈত্রেয় লমতা, আসামঃ৩০ ফাগুন, মুসলিমঃ৪-রমজান-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ৪৫।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৮ঃ ৪২ঃ৫২(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১০ঃ ২০ঃ৪৬(৪)।সমুদ্র পক্ষ তিথিঃ পূর্ণিমা (পূর্ণা)।রাশিঃ৩৭ঃ৪৫ঃ৫৩ দং ৩৫ঃ৫১৫ পর্যন্তক্ষঃভরণী কাল ঘ ০৭ঃ৭ঃ৪৬দং ৩২২৭ঃ পর্যন্তপরে কৃত্তিকারণঃবালব রাত্রিঃ০৭ঃ৫৯ঃ ৫৬ দং ৩৫ঃ৫১ পর্যন্ত পরে কৌলবযোগঃইন্দ্রা। অমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৪৮ঃ১০ থেকে - ১০ঃ৩৮ঃ১৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৮ঃ২৬ থেকে - ০২ঃ৩৮ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ১৮ঃ৩৮ থেকে - ০৪ঃ৫২ঃ০৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৩৮ঃ১২ থেকে - ০৬ঃ২৮ঃ০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৫৫ঃ৫৪ থেকে - ১১ঃ২৩ঃ৪১ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫১ঃ২৯ থেকে - ০৩ঃ৩০ঃ০০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৫ঃ২৬ থেকে - ০১ঃ৪৫ঃ ১০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১২ঃ ৫৭ থেকে - ০১ঃ২৫ঃ১৩ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৫২ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৫ঃ৩৬ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৫ঃ৫৭ থেকে - ০২ঃ৪৩ঃ৩৫ পর্যন্ত।কালারাত্রিঃ ০৭ঃ১১ঃ৩৬ থেকে - ০৮ঃ৪৫ঃ৩৫ পর্যন্ত।গ্রহঃফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ ১০ঃ০১ঃ৩৫২ (২৫) ১ পদ চন্দ্রঃ ০২ঃ৪৫ঃ২ (২) ৪ পদমঙ্গলঃ ২২ঃ২২ঃ৯ (৭) ১ পদবৃহঃ ১১ঃ২৬ঃ৮ (২৬) ১ পদশুক্রঃ ১২ঃ৪৩ঃ২০ (২৫) ২ পরারহঃ ১১ঃ৬১ঃ৪৫ (২৬) ১ পদকৈতুঃ ৫ঃ৬১ঃ৪৫ (১২) ৩ পদশুক্র বক্রিলগ্নঃকুজ রাশি সকাল ৬ঃ৩০ঃ ৪৫ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮ঃ ০১ঃ৪৯ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ০১ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ৪৫ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০৬ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪ঃ০৯ঃ৪৭ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬ঃ২১ঃ০৯ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৮ঃ৩১ঃ১৯ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১০ঃ৪৫ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১ঃ ০১ঃ৪ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩ঃ০৬ঃ৩২ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৫ঃ২৫ পর্যন্ত।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ১০৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৪ চৈত্র , ১৪৩১

পাকিস্তানে দাউদ

ভারতের গুপ্তচর সংস্থা ‘র’ জনতো যে পাকিস্তানে লাদেন ও লাউদের অবস্থান। সেকথা ভারতের পক্ষ থেকে বারবার পাকিস্তানকে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান তখন পুরো ব্যাপারটা অস্বীকার করতো। লাদেন যে পাকিস্তানে আশ্রয় গ্রহণ করে রয়েছে সেটা যেমন আমেরিকার সিআইএ জানতো, ঠিক তেমনি ভারতের গুপ্তচর সংস্থা ‘র’ পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল। আমেরিকার বহু বার পাকিস্তানকে বলেছিল লাদেন কোথায় রয়েছে তা জানাক। কিন্তু পাকিস্তান সেই সময়ে লাদেনের অবস্থান পাকিস্তানে নেই তা জানানতে কসুর করেনি। কিন্তু আমেরিকা পাকিস্তানের কথােক বিশ্বাস না করে ক্রমাগত তারা তজ্ঞানির কাজ চালিয়ে গিয়েছিল লাদেন কোথায় আছে। পরে আমেরিকার যখন লাদেনের খোঁজ পেয়ে তাকে নিহত করে আমেরিকার নিয়ে গেল তখন পাকিস্তান কোনও কথা বলতে পারেনি। বহু অনুসন্ধান করে লাদেনের খোঁজ পেয়েছিল আমেরিকা। পাকিস্তান জানতো যে আমেরিকার সারা বিশ্ব জুড়ে লাদেনের খোঁজ চালিয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে লাদেনকে এমন একটি স্থানে রাখা হয়েছিল তা ছিল জনবসতি থেকে বহু দূরে। সেখানে কোনও লোকের বাসস্থান আশপাশে ছিল না। একটি নির্জন জনবসতিহীন এলাকায় লাদেনকে রাখা হয়েছিল। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই লাদেনের থাকার পুরো ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করতো। তাদের তত্ত্বাবধানে লাদেনকে থাকার আন্তান। তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকা তাদের গুপ্তচর উপগ্রহ মারকং এবং গুপ্তচর বিমান মারকং পাকিস্তানে আইএসআইয়ের বহু কর্তাদের ওপরে নজর রাখতে গিয়ে ছবিতে ধরা পড়ে যায় লাদেন কোথায় রয়েছে। যেভাবে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা ঘেঁষা আবরুত্তোবদে একটি নির্জন বাড়িতে লাদেন বসবাস করছিল সেটা ছবিতে ধরা পড়ে যায়। আমেরিকা

সম্প্রদাদকীয় এ ব্যাপারে আরও নিশ্চিত হতে সেখানকার স্থানীয় কয়েকজনের সহায়তা গ্রহণ করে। তবে কাদের সহায়তা পেয়ে লাদেনের অনুসন্ধান পেয়েছিল আমেরিকার সিআইএরই পক্ষ থেকে জানানো হয়নি। আমেরিকা যেদিন নিশ্চিত হয়েছিল লাদেন পাক আফগান সীমানতে রয়েছে তখন সময় নষ্ট না করে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে লাদেনকে মৃত অথবা জীবিত ধরে আমেরিকায় নিয়ে আসা। জীবিত লাদেনের চেয়ে মৃত লাদেনকে ধরার প্রতি বেশি করে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল আমেরিকা। জীবিত লাদেন ধরতে আনলে তাকে আবার আমেরিকার আল্লাহতে তুলতে হবে। বিচার ওয়দায় পর তার শাস্তি হবে। সেটা আমেরিকার সিআইএ চায়নি। ফলে মৃত লাদেনকে ভারত খুব প্রয়োজন ছিল। বিশ্বাসীকে দেখিয়ে দিল জুদি কার্যকলাপ করলে কীভাবে শাস্তি পেয়ে হয়। লাদেনের চিতাভস্ম প্রশান্ত মহাসাগরে মিলিয়ে দিয়েছিল আমেরিকা। আজও লাদেনের পরিবারের ওপর কড়া নজর রাখে আমেরিকার গুপ্তচর সংস্থা। তারা লাদেনের পরিবারদের একদমও বিশ্বাস করে না।

ঠিক সেই রকম ভারতের গুপ্তচর সংস্থা ‘র’ বারবার বলে এসেছে মুম্বই বিস্ফোরণের মূল চক্রী দাউদ ইব্রাহিম করাচিতে বসবাস করছে। বহু বার পাকিস্তানকে এই কথা জানানোও তা অস্বীকার করে। অথচ ভারতের গুপ্তচর সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে দাউদ করাচির রাস্তা ধরে বহু চমতে দেখা গিয়েছে। শুধু দাউদ নয়, পাকিস্তানে বসবাস করছে ভারত বিরোধী জঙ্গিরা এবং তাদের মদত দিচ্ছে পাকিস্তানের আইএসআই সংস্থা। দাউদ ছাড়াও জামাত-উদ-দাওয়া প্রধান হাফিজ সৈদ, ভইশ-ই-মহম্মদ প্রধান মাসুদ আজহার এবং আল কায়দার জঙ্গিরা সেখানে বসবাস করছে। পাকিস্তান বরাবরই একথােকে অস্বীকার করে এসেছে। পাকিস্তানের প্রশাসন চালায় সেখানকার সেনা এবং জঙ্গিরা মিলে তার প্রমাণ বহু বার পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েক বছর আগে পাক সেনা স্কুলের ওপরে হামলা করেছিল পাক জঙ্গিরা। সেখানে হামলা করে বহু সেনার সন্তানদের হত্যা করে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে পাক সেনারা জঙ্গিদের কথাকে আমল না দিয়ে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিল। এবং জঙ্গিদের অবস্থান কোথায় তা জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল। তার ফলে পাক সেনাদের সন্তানদের স্কুলে ওপরে হামলা চালিয়ে বহু পাক সেনার পুত্রদের হত্যা ও জখম করে দেয়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে পাক সেনারা জঙ্গিদের ভয় পেতে শুরু করে। তারা এমন কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে থাকে না যা জঙ্গি বিরোধী। ফলে জঙ্গিরা পাকিস্তানকে তাদের স্বর্গরাজ্য বলে ঘোষণা করে দেয়। এদিকে রাস্তাপুঞ্জে পাকিস্তানকে জঙ্গি রাস্তা ঘোষণা দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে সায় ছিল আমেরিকার। আমেরিকা বারবার পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছিল জঙ্গিদের কার্যকলাপ দমন করার জন্য। কিন্তু পাকিস্তান সেটা করতে পারেনি। উপরন্তু দেখতে পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার আর্থিক সহায়তা নিয়ে জঙ্গিদের লালন পালন করছে পাকিস্তান। আমেরিকার অর্থ দিয়ে জঙ্গিদের অস্ত্র কেনা শুরু করলে আমেরিকার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান প্রশাসন জঙ্গিদের কোনও রকমভাব দমন করতে সমর্থ হচ্ছিল না। জানা গিয়েছে যে যখন লাদেন জীবিত থাকাকালীন তিনি বেশ কয়েকবার পাক কাশ্মীর ঘুরে দেখে গিয়েছিলেন। এমনকী ভারত পাক সীমান্ত এলাকাও পরিদর্শন করেন। তবে হঠাৎ করে গোয়াল্ট্রেড সেন্টার বিমান দিয়ে ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে পরিস্থিতিটা একেবারে পাল্টে যায়। তখন লাদেন আমেরিকার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে গোপন স্থানে চলা পাওয়া ছাড়া আর অন্য কোনও পথ খোলা ছিল না। ফলে কাশ্মীর নিয়ে লাদেন যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা সম্ভব করে তুলতে পারেনি। ভারত কাশ্মীরে ব্যাপক নাকশকা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল লাদেন বলে জানতে পারা যায়।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী



তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বুদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হবে। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা হোক বা অর্থ হোক।

কিছু দান না করলে কোনও কিছুই পাওয়া সম্ভব হবে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান।

কালীভক্ত রামপ্রসাদ

ব সাধক রামপ্রসাদ এবং ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কোনও পার্থক্য নেই। দুইজনেই শ্যামার মার ভক্ত। একজন শ্যামা মায়ের ভক্ত। আর একজন হচ্ছেন মা ভবতারণীর ভক্ত। একজন থাকতেন হালি শহরে। আর একজন থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে। তারা পাঁচের সাধক বাসাম্ভাষা ছিলেন তান্ত্রিক। তিনি তন্ত্র সাধনা করতেন। তন্ত্র সাধনার ওপরে সাধক বাসাম্ভাষা শক্তি ছিল। কিন্তু ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব এবং সাধক রামপ্রসাদ ইনারা তন্ত্র সাধক ছিলেন না। ইনারা ছিলেন মায়ের পূজারি। মা কালীর পূজোরি। পূজো করতেন ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব। আর সাধক রামপ্রসাদ গান রচনা করে মায়ের পূজো করতেন। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে মায়ের সঙ্গায় করতেন। মা মা করে ডাকতেন গঙ্গার তীরে বসে। মাঝে ডাকতে হবে এক মনে। তবেই তিনি ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই জগত চলিত হচ্ছে। তিনি আছেন বলেই গ্রহণ নক্ষত্র সব কিছুই একটি নিয়মে চলাফেরা করে। সমাজ, ধর্ম, দেশ সংসার শ্যামা মায়ের নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। মা আছেন বলেই সমাজ থেকে শুরু করে পরিবার এবং সংসার পরিচালিত হতে পারছে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। তাঁর কাছ থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে হবে। দান এবং ধ্যান এই দুটো মা কালী দিয়ে থাকেন। আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তাকে কেন্দ্র করে পুরো জীবনটা অতিবাহিত হয়। তিনিই জগত সেরা।

ফিরে দেখা ওরাও উদ্বাস্ত

সমৃদ্ধ দত্ত

১৯৪৭ সালের ১৫ ই আগস্ট ব্রিটিশ ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নিল। যার অর্থ গিয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীনতা অর্জন করল একথা বলা বোধ হয় প্রকৃত অর্থে সমীচীন হবেনা ,বা বলা গেলনা। তবুও ভারত স্বাধীন হল।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সব থেকে কলঙ্ক জনক অধ্যায় হল দেশভাগ। ভারতের স্বাধীনতা , দেশভাগ, দাঙ্গা এবং গনহত্যা লক্ষ লক্ষ মানুষের উদ্বাস্ত হওয়া। এই ঘটনা প্রবাহ যেন একসুদৌ বাঁধা। বিশেষ করে দাঙ্গা ও উদ্বাস্ত যেন একই মুদ্রার দু’দিক। দাঙ্গায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ উদ্বাস্ত হয়েছে। কিন্তু একথা বলতে কোন দ্বিধা নেই , মুসলমান ভারত ছেড়ে উদ্বাস্ত জীবন বেছে নিয়েছিল আরও ভাল মুসলমান হয়ে বাঁচার ইচ্ছায় । ১৯৪০ সালের মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে বাংলার ফজলুল হক দেশ ভাগের যে দাবির তুলেছিলেন তার মূল কথাই হিন্দুদের থেকে আলাদা নয় তাঁদের পোশাক পরিচ্ছদ ও সংস্কৃতিও আলাদা। অতএব তাঁরা একটি সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। সুতরাং তাঁদের একটি নিষ্পত্তি বাসভূমি চাই। অর্থা ভারত ভাগ করে মুসলমানরা নতুন একটি দেশ চাইল। অন্যদিকে হিন্দুরা কিন্তু উদ্বাস্ত হয়েছে দেশভাগের পরিনামের ফসল হিসাবে। শুধু তাই নয় , নৈরেক্ষ-লিয়াকত আলি চুঁড়ির পর দলে দলে যে মুসলমানরা তাঁদের স্বপ্নের পাকিস্তানে চলে গেছিল তাঁদের সিংহ ভাগ কিন্তু আবার ভারতে ফিরে এসেছে। ভারত সরকারও তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় ফিরিয়ে

প্রাণবন্ধু চিকিৎসক আবিষ্কারক প্রয়াত দিলীপ মহলানবিশ সম্মানিত

কথা উঠতে শুরু করেছিল যে ভারতের একজন বিশ্ব প্রাণবন্ধু চিকিৎসক এবং আবিষ্কারক দিলীপ মহলানবিশকে নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। এই কথা যখন উঠতে শুরু করেছিল এবং তা যিনি নোবেলে কমিটিতে যখন আলোচনা শুরু হয়েছিল তখন এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন কলকাতাপ্রেমী দিলীপ মহলানবিশ। তার ফলে তাঁর আর নোবেল পাওয়া সম্ভব। মনে রাখতে হবে নোবেল পুরস্কার কিন্তু মনোহর হয় না। কিন্তু ভারত সরকার এবারে সেই মানবতার পূজারি আবিষ্কার চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশকে ‘পদ্মবিভূষণ’ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো এর দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সন্মান। তিনি ওআরএসের সাহায্যে বাংলাদেশের বিপুল কলোয়্য আক্রান্ত শরণার্থীদের জীবনকে বাঁচিয়ে দেন। বাংলাদেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানে সেনাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে বাংলাদেশ সীমান্তপার হয়ে বনগাঁ অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি এসে বসবাস করতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কলকরা মহামারি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে রক্ষা করতে চিকিৎসক দিলীপ মহলানবিশ আবিষ্কার করে ফেলেন ওআরএস। নুন চিনির জলের বিকল্প পানীয় যা খেলে পেটের ব্যথা থেকে শুরু করে কলেরা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হয়ে। বাণীজি চিকিৎসক বিজ্ঞানী যখন এই ওআরএস আবিষ্কার করেছিলেন তখন কিন্তু সেই ওষুধকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃতি দেয়নি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা স্বীকৃতি না দিলে তিনি কিন্তু ওআরএস প্রয়োগ করতে পিছু প়া হননি। তিনি সেই সময়ে সীমান্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে পেটের রোগীদের ধরে ধরে ওআরএস খাওয়াতে শুরু করেন। সেই সময়ে ব্রিটিশ টেলিভিশন সংস্থা এই ওআরএস নিয়ে দিলীপ কুমারের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছিল। সেই সাক্ষাৎকার সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। তারপরে বিশ্ব চিকিৎসক মহল ওআরএসকে স্বীকৃতি দিতে থাকলেতখন ব্যাধ হয়ে ছ তাকে স্বীকৃতি দেয়। আজকে উত্তর গোলাার্ধ থেকে শুরু করে দক্ষিণ গোলাার্ধে প্রতিটি মানুষ ওআরএস ব্যবহার করছে। প্রচারের আলোয় দিলীপ মহলানবিশ থাকেননি। কিন্তু ভারত সরকার তাঁকে খুঁজে বের করেছে এবং যোগ্য সম্মান দিয়ে ভূষিত করেছে। মোদি সরকার তাঁকে সম্মান দিয়েছে। বারবার প্রচারবিমুখ দিলীপ মহলানবিশকে পদ্মবিভূষণ বেছে নেওয়াতে আজ বাংলা খুই গর্বিত। এবারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে টোটো ভাষা ভাষার সংরক্ষক ধনীরাম টোটো সারিন্দা বাদক মঙ্গলাকাণ্ড রায়ও প্রচারে আসতেছিলেন না। তাঁরাও এবারে পদ্মশ্রী পানছেন। দুইজনেই উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির মানুষ। ধনীরাম টাটো ভাষাবিদ না হলে তিনি টোটো ভাষাকে সুরক্ষিত করতে লিপি তৈরি করেছেন। আর মঙ্গলাকাণ্ড রায় সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখে তা থেকে পাখির ডাক বাজিয়ে চলেছেন। তিনি পাখির ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিতে দেওয়ার চেষ্টা করছেন। বহু অজানা পাখির ডাক তাঁর সারিন্দা বাদ্যযন্ত্রে থেকে আজও শুনতে পাওয়া যায়। আদ্যাকালে জারোয়া জলজড়ির সঙ্গে কাজ করার জন্য চিকিৎসক রতনচন্দ্র থেকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হচ্ছে। ১৯৯১ সালে জারোয়ার হামের হাত থেকে তিনি জারোয়ারের রক্ষা করেছিলেন। হামের রোগ বিভার করলে জারোয়ারের অস্তিত্ব বিপন্ন হতো। পশ্চিমবঙ্গের নকশী কাঁথার শিল্পী প্রীতিকণ্ঠে গোয়ামীকে পদ্মশ্রী দেওয়ার ঘোষণা করা হয়েছে। নকশী কাঁথা থেকে শিল্পের একটি অংশ। বাংলায় নকশী কাঁথা শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন রয়েছে। লোক শিল্পের অঙ্গ হিসাবে এই নকসী কাঁথা গড়ে উঠেছে। জলপাইগুড়ির ধনীরাম টোটো বাংলায় একটি উপন্যাস লিখেছেন তার নাম ‘দয়ামায়া নদীর তীরে’। এই উপন্যাসে প্রথম টোটো জনজাতির কথা তুলে ধরা হয়। তাঁর মাধ্যমিকশিক্ষার পর আর পড়াশুনা হয়নি। টোটো ভাষার ইয়াওয়া বর্ণমালা তিনি তৈরি করেছেন।

পেটের রোগ হলে তার থেকে রেহাই পেতে গেলে একটি মাত্র উপায় হচ্ছে ঘড়ি ধরে ক্রমাগত ওআরএস খাওয়ানো। নুন চিনির জল। এই চিনির জল। এই চিনির জলকে পান করা সম্ভব তা হাতেনাতে প্রমাণ দিয়েছিলেন দিলীপ মহলানবিশ। সিলেগি উইলিয়াম এর কর্কাণ্ড ইতিহাস খুই উজ্জ্বল ছিল কুইন ইলিজাবেথ হসপিটালের ইতিহাসের পাতায়। তারপরে যে মনে এসে উপস্থিত হয় তিনি হলেন দিলীপ মহলানবিশ। তিনি পাকিজ করেছেন ঘানাতো। আর দিলীপ মহলানবিশ কাজ করেছেন বাংলায়। উন্নয়নশীল দেশে উভয়ই কাজ করেছেন উন্নতির জন্য। স্বাস্থ্যকে জীবনকে সুরক্ষিত করার উপায় পদ্ধতি বের করেছেন। নুন চিনি মিশ্রিত জল খাইয়ে ১৯৭১ সালে বনগাঁ উদ্বাস্ত শিবিরে মৃত্যুহারা কর্মিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। স্যালাইনে যেকোন পাক পণ্ডতে ভর করে দিয়েছিল সেখানে দিলীপ মহলানবিশ ওআরএসকে ব্যবহার করেছেন। কাতারে কাতারে লোক কলোয়্য আক্রান্ত হচ্ছিল। স্যালাইনে এক কোথায় পাওয়া যাবে? স্যালাইনের অভাব দেখা দিতে শুরু করেছে। দিলীপ মহলানবিশ বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেললেন। স্যালাইন ছাড়া তিনি মানুষকে জীবনকে রক্ষা করতে লাগলেন ওআরএস দিয়ে। যখন তিনি ওআরএস দিয়ে জীবনকে রক্ষা করার ব্রতী তখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এসে একবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। তারা প্রশংসা করেছিলেন। স্যালাইন সীমান্তে। এই প্রতিনিধি দল এসে লক্ষ্য করলেন যে দিলীপ মহলানবিশ অসাধ্য সাধন করেছেন। তিনি কলোয়ার হাত থেকে শরণার্থীদের রক্ষা করতে পেরেছেন।

জনজাতি মানুষের দল কখনও সম্ভবক ভাবে আবার কখনও বিক্ষিপ্ত ভাবে জল, জঙ্গল, পাহাড় , নদী পেরিয়ে রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে ভারতে পালিয়ে এসেছে মূলত বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী ভারতের উত্তর পূর্বের বিভিন্ন রাজ্যে। আশ্রয় নিয়েছে

পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে অন্যদিকে অমুসলমান প্রধান অঞ্চল থাকবে ভারতের সঙ্গে। এই ধারনার উপর ভিত্তি করে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা ধরেই নিয়েছিল তাঁদের পালিয়ে এসেছে মূলত বাংলাদেশের বাসভূমি ভারতের মধ্যে থাকবে। শুধু তাই নয় ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষ

উদ্বাস্ত নিয়ে আলোচনা সব সময় হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রয়ে গেছে। রয়ে গেছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে থাকা একের পর এক ট্রেনে মাকড়সার মতো আঁকড়ে থাকা হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্ত মানুষের ছবি। দেশ ভাগের উপর যেমন রচনা হয়েছে বহু গল্প, তেমনি বহু ছবিও নির্মান হয়েছে। (বিশেষত পাঞ্জাবে) এই তিন সম্প্রদায়ের বাইরেও যে বিশাল সংখ্যার জনজাতির মানুষ পূর্ণপাকিস্তান এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশ থেকে উখাত হয়ে ভারতে উদ্বাস্ত হয়ে শরণ নিয়েছে তাঁদের কথা কিন্তু ইতিহাসে অনুচ্চারিত থেকে গেছে। কেউ খোঁজ রাখেনি হিন্দুরা কিন্তু উদ্বাস্ত হয়েছে দেশভাগের পরিনামের ফসল হিসাবে। শুধু তাই নয় , নৈরেক্ষ-লিয়াকত আলি চুঁড়ির পর দলে দলে যে মুসলমানরা তাঁদের স্বপ্নের পাকিস্তানে চলে গেছিল তাঁদের সিংহ ভাগ কিন্তু আবার ভারতে ফিরে এসেছে। ভারত সরকারও তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় ফিরিয়ে

খোঁজ রাখেনি। উপজাতি ও পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মনিপুর এবং অরুনাচল, ত্রিপুরা, মনিপুর এবং অরুনাচলের উপর পালিয়ে আসার অস্থির ছিল। বিশাল সময় থেকে শুরু করে এখনও উপজাতি মানুষের স্রোত ইসলামী বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

চাকমা সম্প্রদায়, যারা ধর্মে বৌদ্ধ তাদের কিছু অংশ যেমন উদ্বাস্ত হয়ে আসামে আশ্রয় নেয় তেমনি অনেক চাকমা পরিবার পারি য়ে ত্রিপুরা, মেঘালয়, মনিপুর এবং অরুনাচল প্রদেশে। চাকমাদের দেশভাগের সঙ্গে চাকমাদের প্রাশাসনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। পরিনামে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তার সঙ্গে কুল্যাত আনসার বাহিনী যুক্ত হয়ে চাকমাদের দেশভাগের সঙ্গে চাকমাদের প্রাশাসনকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। পরিনামে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তার সঙ্গে কুল্যাত আনসার বাহিনী যুক্ত হয়ে চাকমাদের দেশভাগের সঙ্গে চাকমা আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম এবং অরুনাচলে আশ্রয় নেয়।

চাকমারা মোটামুটি তিন পর্যায়ে পাকিসাদেশ থেকে উখাত হয়েছে। প্রথম- দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচতো। দ্বিতীয়-১৯৬২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাকিস্তান সরকার কাণ্ডাই জলাধার তৈরি করে। এই জলাধারের এবং তার পার্শ্ববর্তী

বসতি গড়তে শুরু করলে চাকমারা আবার তাদের ধর্ম ও অস্তিত্ব বিপন্নতার ভয়ে ভীত হয়ে পাচটা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বাংলাদেশ সরকারও চাকমাদের বিরুদ্ধে সেনা অভিযান চালায়। আবার চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসে ভারতে শরণার্থীর জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। এছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চাঁদপুর, রাজবাড়ি, রংপুর , বগুড়া, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নাটোর, হবিগঞ্জ, দিনাজপুর, রাঙামাটি,সিলেট থেকে ক্রমপর্যায়ে চাকমা ও হাজং ছাড়াও খাশিয়া , মনিপুরী ,ত্রিপুরা, মুকং, মগ, কুকি,বম, তনাচংগা, পাংখোয়া , রাজবংশী, ওরাও, মুন্ডা এবং সাঁওতালদের মতো ছোট বড় বহু উপজাতির মানুষ যাদের ধর্ম -মূলত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এবং প্রকৃতি পূজারী। তারা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের উত্তরপূর্ব রাজ্য মেঘালয়, মনিপুর, ত্রিপুরা, মিজোরাম, অরুনাচল এবং বিশেষ করে আসামে উদ্বাস্ত হয়ে ছড়িয়ে পারে।

এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন, উপরের উল্লেখ সব রাজ্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জনজাতি মানুষদের নাগরিকত্ব প্রদান করলেও হকং ও চাকমা সহ অন্য জনজাতিদের অরুনাচল প্রদেশে নাগরিকত্ব দিতে অস্বীকার করে। বস্তুত এখনও চাকমারা ও হাজং নাগরিকহীন হয়েই সেখানে বসবাস করছে। সুতরাং দেখা গেল স্বাধীনতা বহু মানুষকে উল্লাস্ভূই শুধু করলো না, রাস্তিহীনও করে দিল।

স্বাধীনতার এতো বছরের উৎসবে আজ প্রশ্ন জাগে, কেন স্বাধীনতার এত বছর পরে কিছু মানুষকে নাগরিকহীন ও রাস্তিহীন হয়ে থাকতে হবে ? স্বাধীন ভারতবাসীর কাছে এ প্রশ্ন নিশ্চয় সৌরবের নয়।

গোপাল পূজোর আধ্যাত্মিক খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে

শুভক্লর দাসঃ নদীয়া জেলার বৈষ্ণব তীর্থ শান্তিপুুরে গোপাল পূজোর আধ্যাত্মিক খ্যাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ হচ্ছে হামা গোপাল। শান্তিপুুরে বারোয়ারী পূজা কমিটি ছাড়াও প্রতিটা বাড়িতে দোলা পূর্ণিমা়য় গোপাল ঠাকুরের পূজো হয়ে থাকে। শান্তিপুুরে সর্বাধিক জনপ্রিয় হচ্ছে বড় গোপাল, মেজ গোপাল, সেজ গোপাল, ছোট গোপালের পূজো। একদিনের এই পূজোকে কেন্দ্র করে শান্তিপুুর উৎসবের আনন্দে আলোকিত হয়ে ওঠে। শান্তিপুুরে গোপাল প্রতিমা নির্মাণে রয়েছে একান্ত আপন স্বকীয়তা। যা কলকাতার কুমোরটুলি এবং মানিকতলা পটুয়াপাড়া থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র। নবজাতক শিশু সন্ধ্যা হামাগুড়ি দেওয়া শিখলে যে শারীরিক অভিব্যক্তি প্রস্ফুটিত হয় ঠিক সেটাই গোপাল প্রতিমা নির্মাণের মাধ্যমে এখানকার স্থানীয় শিল্পীরা তুলে ধরেছেন। গোপাল ঠাকুর হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার বাঁ হাত মাটিতে ভর দিয়ে রয়েছে অপর হাতটি অর্থাৎ ডান হাতটি মুখের সামনে করা রয়েছে। যেন মনে হচ্ছে গোপাল ঠাকুর শান্তিপুুরে শান্তিপুুর কুমোরটুলিতে বাঁু গোপাল শিল্পীদের প্রচলন রয়েছে। অর্থাৎ শিশু গোপাল হাট্টু মাড়ে বসে রয়েছে। কিন্তু শান্তিপুুরে গোপাল ঠাকুর হামা দিয়ে এগিয়ে চলেছে। শান্তিপুুরের ডাকঘর মোড়ের কাছে ঐতিহ্যশালী চৌগাছা পটুয়াপাড়ায় শিল্পীরা বিভিন্ন উচ্চতার হামা গোপাল তৈরি করে থাকেন। সতু পাল, অমিত পাল মতো শিল্পীরা বিভিন্ন উচ্চতার হামা গোপাল নির্মাণ করে থাকেন। এই সকল শিল্পীদের মধ্যে বৰীয়ান মুশ্রীলী দীনবন্ধু পাল অনিন্দ্য সুন্দর ভাবে গোপালের প্রতিমা নির্মাণ করেন। তার তৈরি হামা গোপালের মধ্যে নাতকীয় গতিময়তা রয়েছে। মুখের মধ্যে শিশুসুলভ শান্তভাব থাকলেও নাতে দেবদেৱের গরিমা রয়েছে। বড় চোখে স্নিগ্ধতার রেশ বিরাজ করছে। মুখে, কাঁধে এবং হাতের কব্জিতে কলকা করা হয়। রাংতা এবং জরি দিয়ে অলংকরণ করা হয়। স্থানীয় শিল্পীরা এ গুলোকে বুজেনও বলে থাকে। গোপাল ঠাকুরের কাধের দিকে জরির উত্তরীয়কে ভাজ করে চালির মতো আকৃতি দেওয়া হয়। মাথার বিশাল মুকুট হামা গোপালের রাজকীয়তার পরিচয় বহন করে থাকে। প্রতিমা নির্মাণের ক্ষেত্রে ছাঁচ এবং হাতের শৈলী দুইটিই থাকে। গোপালের গায়ের রঙ বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নীলবর্ণ হলেও কিছু ক্ষেত্রে একেবারে কালো এবং গোলাপীও দেখা যায়। প্রতিমা নির্মাণে মুখের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় থাকে। ভরাট মুখ। বিশালায়কায় চোখ। গোটা মুখে কলকার অবনদ কাজ। মুখ মণ্ডলে বুদ্ধিদীপ্ত হাসি খেলা করে যাচ্ছে। কলকাতার মানিকতলার মতো প্রতিমার পেছনে কোনো প্রকার মাটির চালি নেই। প্রতিমার কেশ বিন্যাসে নকল চুল ব্যবহার হয়ে থাকে। কিছুক্ষেত্রে মাটি দিয়ে কেশ তৈরি করা হয়। প্রতিমার গঠন স্থূল স্বাস্থ্যবান। বঙ্গভীবনে সন্তানের প্রতি বাসল্য রস এই গোপাল প্রতিমার মধ্যে দিয়ে প্রস্ফুটিত হয়েছে। শান্তিপুুরের গোপালপুুরে শিল্পী রামকৃষ্ণ পাল এবং তার ভাই মিলন পাল গোপাল প্রতিমা নির্মাণ করেন। মহাপ্রভু পাডার মুশ্রীলীরা গোপাল ঠাকুর তৈরি করেন। মূলত শান্তিপুুরের প্রায় প্রতিটি পটুয়া ঘরেই গোপাল ঠাকুরের প্রতিমা তৈরি হয়। শহরের গড় এলাকায় গোপাল প্রতিমার বিশালাকায় বাজার বসে। উল্লেখ করা যেতে পারে দোল পূর্ণিমা উদযাপনে বাংলার আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের প্রতীক হচ্ছে শান্তিপুুরের গোপাল পূজো।

শিক্ষাবিদ দুই দ্বারকানাথ

বাংলার সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরে রেখে দিয়েছিলেন দুই দ্বারকানাথ। প্রথম জন হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে অগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম রেল চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সুফল যাতে বাংলায় এসে উপস্থিত হতে পারে তা জন্য তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে লক্ষ্য রেখে তিনি নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৭৯৪ সালে। তিনি বিলাতে পরলোকগমন করেন ১ আগস্ট, ১৮৪৬ সালে। তিনি রাজা রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন।

মোবাইল ব্যবহারের কারণে নাবালিকাদের মধ্যে নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে : মহিলা কমিশন



দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৭ মার্চ : মোবাইল ব্যবহারের কারণে নাবালিকাদের মধ্যে নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। গত এক বছরে হুগলি জেলায় ৮০০ নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে। এমনটাই জানানেলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার। তিনি আরও বলেন, দেশে বালাবিবাহের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। আমাদের রাজ্যে হুগলি

জেলায় এই প্রবণতা উদ্বেগজনক। হুগলি জেলায় গত কয়েক মাসে শতাধিক নাবালিকার নিখোঁজ হওয়ার পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরীদের বালাবিবাহের ঘটনা বেড়ে চলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতীয় মহিলা কমিশন। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসনের উদ্যোগ নিতে এদিন চুঁচুড়ায় সার্কিট হাউজে হুগলি জেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যা অর্চনা মজুমদার, হুগলির অতিরিক্ত জেলা শাসক (ডেডভেলপমেন্ট), হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সরকার সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বৈঠকে শেষে সাবাবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে

অর্চনা মজুমদার জানান, হুগলি জেলার বিশেষ করে গ্রামীণ অঞ্চলে নাবালিকাদের নিখোঁজ হওয়ার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মূলত দেখা যাচ্ছে মোবাইল ফোনের কারণে নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। এই অবস্থায় অভিভাবকদের আরো কঠোর হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। বাচ্চারা ফোনে কী ব্যবহার করছেন সেই দিকে নজর রাখা দরকার। পাশাপাশি বালাবিবাহের ক্ষেত্রে নাবালিকা যেমন হোমে থাকে, অভিভাবকদেরও আইনের আওতায় আনতে হবে। পুলিশকে কঠোর ভাবে আইন প্রয়োগ করতে হবে। অভিভাবকদের জেল হতে পারে। মূলতঃ আরামবাগ মহকুমায় স্কুলপড়ুয়া মেয়েদের

বালাবিবাহের প্রবণতা বেড়েছে। এই সমস্যা রোধে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে সচেতনতা মূলক শিবির আয়োজন এবং স্কুলে বিশেষ পাঠ্যক্রম চালু করার বিষয়ে নজর দিতে হবে। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফ থেকে তিনি জোর দিয়ে বলেন, গত এক বছরে হুগলি জেলায় ৮০০-র বেশি নাবালিকা নিখোঁজ হয়েছে, যা অত্যন্ত চিন্তার বিষয়। এই ঘটনা প্রতিরোধে প্রশাসনকে আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান তিনি। উল্লেখ্য, নারী পাচারের দিক থেকে বাংলা বারবারই এগিয়ে। রাজ্যের স্মরণবন এলাকা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুরে এই সংখ্যা বেশি। কিন্তু একটামাত্র জেলার পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে বাস্তবতা কতটা ভয়ংকর।

ঝোড়ো হাওয়ায় চলন্ত গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ, বন্ধ যান চলাচল

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : ঝোড়ো হাওয়ায় শিলিগুড়ির বিধান রোডে চলন্ত গাড়ির উপর ভেঙে পড়ল গাছ, বন্ধ যান চলাচল, হতাং করে তৈরি হওয়া এই ঝোড়ো হাওয়া প্রায় ঘন্টা তিনেক ধরে হয়। আটকে পড়েন বহু মানুষ, বহু জায়গায় গাছ পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ঝোড়ো হাওয়ার সাথে ছিল থলুবালি। ফলে বহু জায়গায় দুর্ঘটনা ঘটিতে গিয়েছে দুর্ঘটনা ঘটেনি। মানুষের কাছে এদিন রাস্তাঘাট দিয়ে চলাচল করাই একেবারে দুস্কর হয়ে পড়েছিল। গোটা শহর শিলিগুড়িতে এদিন ব্যস্ত ন হওয়ায় থলুবালির প্রকোপ অনেকটাই বেড়ে যায়। শিলিগুড়ির মুখ্য রাস্তা গুলি যেমন হেলথ কার্ড রোড বিধান রোড এবং সেবক রোডে হাওয়ার দাপট ছিল অস্বাভাবিক বেশি। বিধান রোডে হাওয়ার দাপটে চলন্ত গাড়ির উপর গাছ পড়ে যায়। যদিও আহতের খবর নেই। শিলিগুড়ি এবং তার আশেপাশের বিভিন্ন জায়গায় থেকেই এদিন হাওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

রাজনৈতিক আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে ফুরফুরা শরীফের ওপর নির্ভরশীল মমতা : অধীর

দূরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ১৭ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফুরফুরা শরীফ সফরের তীব্র সমালোচনা করলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। সোমবার মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অধীর রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, ফুরফুরা শরীফ এমন একটি ধর্মীয় স্থান যেখানে হিন্দু, মুসলিম এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষ যাতায়াত করেন। এটি উগ্রপন্থীদের স্থান নয়। তবে ফুরফুরা শরীফ কেবল একটি ধর্মীয় স্থান নয়, বরং রাজনৈতিকভাবেও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। অধীর আরও বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় নিজের রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ফুরফুরা শরীফের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করছেন। নির্বাচন এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য হল সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে একত্রিত করা এবং একই সাথে হিন্দুত্ব স্লোগান উচ্চারণ করে হিন্দু সম্প্রদায়কে একত্রিত করার চেষ্টা করা।

মুর্শিদাবাদের বাড়ছে তরমুজের চাহিদা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : চৈত্র মাসের প্রায় অষ্টম লগ্ন, শীত ছিটকিনিয়ো বিদায় নিয়েছে। সকাল হলেই সূর্যের রোদের জোরালো তেজ। গরমে সমস্ত ফলের চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে তার মধ্যে রয়েছে তরমুজ। গরমে তরমুজের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। প্রতিবছরের মত এবছরও দেখা গেল ইতিমধ্যেই বাজারে চলে এসেছে তরমুজ। এই প্রসঙ্গে এক বিক্রেতা জানান ব্যাসালোর থেকে আপাতত এখানেই তরমুজ এবং প্রতিদিন ভালেই বিক্রি হচ্ছে এবং চাহিদাও রয়েছে। প্রতিবছর গরমের সময় তরমুজের একটা আলাদা চাহিদা থাকে। গ্রীষ্মকালীন যে সমস্ত ফলের চাহিদা সবথেকে বেশি থাকে তার মধ্যে রয়েছে তরমুজ। ব্যবসায়ীরা আশা করছেন প্রচণ্ডে বছরের মত এবছরও ভালই বিক্রি হবে।

কালনার দোগাছিয়ায় মিষ্টি মেলা, ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন

দূরন্ত বার্তা, কালনা, ১৭ মার্চ : কালনার রায়চৌধুরী পরিবারের জন্মপ্রিয় এই দোল উৎসব প্রায় ৫০০ বছরের পুরানো। ১ পিস মিষ্টির দাম ১০০০ টাকা! দাম যেমন চোখ ছানাবড়া করা, মিষ্টির আকারও তেমনই পেলেয়া। দেখতে বিশাল ল্যাংচার মতো, কিন্তু আসলে রসগোল্লা! অভিনব এই মিষ্টি দেখতেও কিনতে দূর-দূরান্ত থেকে আসছেন ক্রেতারা। এটা কোনও গল্পকথা নয়, বাস্তবে এমনটাই দেখা যাচ্ছে কালনার দোগাছিয়ার দোলমেলায়। ৫ টাকা থেকে শুরু করে ১০০০ টাকা পিস পর্যন্ত মিষ্টি পাওয়া যায় এই মেলায়। দোল উপলক্ষ্যে কালনার দোগাছিয়ায় বসে এই দোলমেলা। মিষ্টি ছাড়া বাঙালির যেকোনও উৎসব-ই অসম্পূর্ণ। দোলও তার ব্যতিক্রম নয়। রং খেলার পাশাপাশি, দোলের দিন রাখাক্ষেত্রের বিহরহে সন্মান বিচার ও রকমারি মিষ্টি ভোগ দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও মিষ্টিমুখ করার রেওয়াজ রয়েছে দোল উৎসবের দিনে। কিন্তু তাই বলে একটি মিষ্টির দাম ১০০০ টাকা? স্মৃনতে অবাক লাগলেও,

দোগাছিয়ার মদনমোহনের দোল উৎসবের মেলায়, এই বিশাল সাইজের মিষ্টি-ই হল মেলার অন্যতম আকর্ষণ। এই মেলা ‘মিষ্টিমেলা’ নামেও পরিচিত। ১০০০ টাকার একটি মিষ্টি তৈরি করতে লাগে আড়াই কেজি ছানা। প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় ধরে সেই মিষ্টি তৈরি হয়। এই এত বড় পেলেয়া মিষ্টির লোভেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই মেলায় হাজির হন ক্রেতারা। ৭ দিন ধরে চলে এই মেলা। কালনার রায়চৌধুরী পরিবারের জন্মপ্রিয় এই দোল উৎসব প্রায় ৫০০ বছরের অধিক প্রাচীন। একসময় এটি পারিবারিক উৎসব রূপে পালিত হলেও, ধীরে ধীরে এই উৎসব গ্রামের উৎসবে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর গ্রামের দোলমন্দিরে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বসে মেলা। রায়চৌধুরী পরিবার সূত্রে জানা যায়, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাখাক্ষেত্র, কেষ্টচন্দ্র ও দশমা নামে পাঁচটি বিগ্রহ তাঁদের পারিবারিক মন্দিরে গৃহদেবতা হিসেবে পূজিত হন। দোলের দিন থেকে এক সপ্তাহ ধরে চারিদিক থেকে বহু মানুষের সমাগম ঘটে এই মেলায়।

ডোমকলে বন্দুক- কার্তুজ সহ গ্রেপ্তার এক, তদন্তে নেমেছে পুলিশ



দূরন্ত বার্তা, ডোমকল, ১৭ মার্চ : সোমবার সকালে শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। তার কয়েক ঘণ্টা আগেই রবিবার রাতে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থেকে উদ্ধার হয়েছে অস্ত্র। দুই ঘটনার কি কোনও যোগসূত্র আছে? বিহার রাজ্যে টু কছে। এসটিএফ ও গোয়েন্দাদের তরফে সেই কথা জানানোও হয়েছে। কেন এত অস্ত্র বালায় ঢুকছে? কোনও বড় নাশকতার হুক তৈরি হচ্ছে রাজ্যে? পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে অস্ত্র উদ্ধারের ঘটনটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া র টিকটিপকাডায় বিএসএফ রাস্তার কালাভট্টের কাছে। ডাসান মণ্ডল নামে এক তরুণকে সন্দেহজনকভাবে

রাস্তায় ঘোরাক্ষেত্র করতে দেখা যায়ছিল। পুলিশের টহলদারি গাড়ি সেখানে এলে তাকে দেখে সন্দেহ হয়। পুলিশকে দেখেই ছুট লাগায় ওই তরুণ। ধাওয়া করে পাকড়াও করেন পুলিশকর্মীরা। তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে পড়ে একটি বন্দুক। পুলিশ জানিয়েছে, একটি ৭.৬৫ এমএম দেশীয় অত্যাধুনিক ৮ ইঞ্চি লম্বা পিস্তল ছাড়াও তিন রাউন্ড তাজা গুলি- সহ একটি অতিরিক্ত ম্যাগাজিন উদ্ধার হয়েছে। এরপরই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পাচারের জন্যও কি ওই কার্তুজ ও বন্দুক নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল? নাকি কোনও দুন্দরু করার জন্য সে ওই এলাকায় এসেছিল? সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা চলছে। ধৃতের বাড়ি টিকটিকি পাড়া এলাকায়। এদিন সোমবার ধৃতকে আদালতে তোলা

হত। ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার আবেদন জানানো হয়েছে বিচারকের কাছে। উল্লেখ্য, ডোমকল এলাকায় এর আগেও বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, এই নিয়ে গত দু’মাসে সাগরপাড়া থানা মোট ১৪ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে। প্রেক্ষতার মধ্যে কিল অস্ত্র পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে? এই বন্দুক ও কার্তুজ এল কোথা থেকে? সেই তথ্য জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। এদিন কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন থেকেও বিপুল পরিমাণ অস্ত্র, কার্তুজ- সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার খবর অনুসারে, বিহার থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ঢুকছে রাজ্যে। সাম্প্রতিক অতীতে কলকাতা-সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় উদ্ধার হয়েছে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র ও বিপুল পরিমাণ কার্তুজ। রাজ্য কেন এত অস্ত্র ঢুকছে? কোন নাশকতা তার ছক চলছে? কলকাতাতেই বা এত অস্ত্র ঢোকার কারণ কী? সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আবার চিনে শৃঙ্গ অভিযানে বেরোবেন চন্দননগরের পিয়ালী

মলয় সূর, ১৭ মার্চ : মাকালু ও অন্নপূর্ণা শৃঙ্গ জয়ের পর আবারো নতুন অভিযানে বেরোছেন চন্দননগরের ভূমিকন্যা পর্বতারোহী পিয়ালী বসাক। এবার তার লক্ষ্য চীনের চো ইউ এবং শিশাপাংমা পর্বত শৃঙ্গ জয় করা। এর মধ্যে চো ইউ এর উচ্চতা ২৭০০০ ফুট এবং শিশাপাংমার উচ্চতা ২৬৩০০ ফুট। পর্বতারোহী হিসেবে ইতিমধ্যেই একাধিক রেকর্ড করেছেন পিয়ালী। অক্সিজেন ছাড়াই তার বুলিতে রয়েছে আট হাজার মিটার উচ্চতার মানাসলু , ষোলগিরি, লোসে, অন্নপূর্ণা, মাকালু এবং এভারেস্ট শৃঙ্গজয়। এই তালিকার বাইরে আরও সাতটি শৃঙ্গ জয় করেছেন। যেগুলির উচ্চতা ৮০০০ মিটারের কম। এ পর্যন্ত মোট ১৫ বার পর্বত শৃঙ্গ জয়ের অভিযানে বেরিয়েছেন। এর আধাংশ তিনি চো ইউ পর্বতের দক্ষিণ দিক থেকে শৃঙ্গ জয়ের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তুমার বাড়ির জন্য তা সফল হয়নি। তাই এবার উত্তর দিক থেকে উঠবেন। সবকিছু চিক্ঠাক থাকলে আগামী ৭ এপ্রিল তিনি অভিযানে বেরোবেন। অভিযান শেষ করতে মাস দুয়েক সময় লাগতে পারে। পিয়ালী বলেন, পরিশেষে ও বিশ্ব শান্তির বার্তা নিয়েই এবার তিনি অভিযানে বেরোচ্ছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো অক্সিজেন ছাড়াই এবারও এই অভিযান শেষ করতে



চান। ২০২২ সালের ২২ মে এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেছিলেন চন্দননগরের পর্বত কন্যা। পর্বত শৃঙ্গ জয় করতে বিপুল টাকা খরচ হয়। চন্দননগরের কাটাপুকুরের দু নম্বর ওয়ার্ডের মেয়ে। দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর বাবা তপন বসাকের মৃত্যু হয়। প্রয়াত হন মা স্বপ্না দেবী। বাড়িতে বোন তমালী আছেন। গত দু’বছর বড় থাঞ্চা সামলাতে গিয়ে বাড়ির বাইরে পা রাখতে পারেননি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা পিয়ালী। তাই এবার নব উদ্যমে জোড়া শৃঙ্গ জয়ের চ্যালেঞ্জ জিতে নিতে কোমর বেঁধেছেন।

জল কষ্টের সমাধান করবে তিস্তাই! ১৯ হাজার পরিবারে ফুটেবে হাসি

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জল কষ্টের সমাধান করবে তিস্তাই! অবাক হচ্ছেন? জলপাইগুড়িতে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ হবে ক্রত, জলকষ্টের সমাধান হবে তাড়াতাড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের বহু বাসিন্দার দীর্ঘদিনের অভিযোগ-পাণ্ডু ও শুষ্ক পানীয় জলের অভাব। মার্কেনথোই জল সঞ্চয়ক দেখা দেয়, যার ফলে বিভিন্ন পৌর ওয়ার্ডে অসন্তোষ তৈরি হয়। তবে এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। পৌরসভার সূত্রের খবর, তিস্তা নদী থেকে পরিষ্কৃত জল এনে সরবরাহের একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে, যেখানে জলের পরিমাণ মিটার দ্বারা নির্ধারিত হবে। জলপাইগুড়ি পৌরসভার এলেক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জলিন্দেহ, আগামী দু’ মাসের মধ্যেই শহরবাসী এই সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে অল্প প্রকল্প-এর অধীনে তৈরি হওয়া পরিষ্কৃত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ জোরকমে এগোচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরের প্রায় ১৯ হাজার বাড়িতে রাসারি পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৭ মার্চ : জল কষ্টের সমাধান করবে তিস্তাই! অবাক হচ্ছেন? জলপাইগুড়িতে শুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ হবে ক্রত, জলকষ্টের সমাধান হবে তাড়াতাড়ি। জলপাইগুড়ি শহরের বহু বাসিন্দার দীর্ঘদিনের অভিযোগ-পাণ্ডু ও শুষ্ক পানীয় জলের অভাব। মার্কেনথোই জল সঞ্চয়ক দেখা দেয়, যার ফলে বিভিন্ন পৌর ওয়ার্ডে অসন্তোষ তৈরি হয়। তবে এবার সেই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। পৌরসভার সূত্রের খবর, তিস্তা নদী থেকে পরিষ্কৃত জল এনে সরবরাহের একটি বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরের প্রতিটি বাড়িতে পানীয় জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হবে, যেখানে জলের পরিমাণ মিটার দ্বারা নির্ধারিত হবে। জলপাইগুড়ি পৌরসভার এলেক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জলিন্দেহ, আগামী দু’ মাসের মধ্যেই শহরবাসী এই সুবিধা পাবেন। বিশেষ করে অল্প প্রকল্প-এর অধীনে তৈরি হওয়া পরিষ্কৃত পানীয় জল প্রকল্পের কাজ জোরকমে এগোচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় শহরের প্রায় ১৯ হাজার বাড়িতে রাসারি পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

সিউড়িতে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রতিকৃতি উন্মোচন

দূরন্ত বার্তা, সিউডি, ১৭ মার্চ : ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জির প্রতিকৃতি উন্মোচন হলো বীরভূমের সিউড়িতে। রবিবার সিউড়ির বিবেকানন্দ প্রস্থাগার ও রামরঞ্জন টাউন হলে প্রণবাবুর প্রতিকৃতির উন্মোচন হয়। উন্মোচন করেন শিবপুর আইআইএসটি-র প্রাক্তন পরিচালক অজয় কুমার রায়। প্রণবাবুর পরিবারের তরফে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাসেন্দ তথা প্রণব মুখার্জির পুত্র অভিজিত মুখার্জি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়।

জলঙ্গিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই বাড়ি

দূরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৭ মার্চ : মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গিতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে পুড়ে ছাই হয়ে গেল একটি বাড়ি। জলঙ্গির কালীগঞ্জে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। সোমবার সকালে রান্নার উনুন থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে বলে অনুমান করা হচ্ছে। লেলিহান অগ্নিরে শিখা দেখে এলাকাবাসীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে তার আগেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বাড়ি। আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জলঙ্গি থানার পুলিশ। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে, এই অগ্নিকাণ্ড কেউ হতাহত হননি।

পোস্টার হেঁড়া নিয়ে উত্তেজনা

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৭ মার্চ : আজকে শিলিগুড়ির ১৩নং ওয়ার্ড এর একটি রাজনৈতিক দলের পোস্টার হেঁড়া নিয়ে উত্তেজনা, ছড়ালো। আজকে সকালে এই ঘটনা ঘটে যায়। সকালে উঠে লোকেরা দেখেন, দোলের শুভেচ্ছা জানিয়ে যে যে শুভেচ্ছা জানানো হয়ে ছিল কে বা কারা সেই সব পোস্টার ছিঁড়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয়, কাউন্সিলর মানিক দে কে, তিনি দৌড়ে আসেন, খবর দেন পানিটিয়ারিং থানায়, পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, গোটা ঘটনার। গোটা ঘটনায় এলাকাবাসিরাও হতবাবগ হয়ে গেছেন। সব মানুষ এর একটিই মতামত কে বা কারা ঘটিয়ে ফেললো এই ঘটনা। কে দায়ী এই ঘটনার জন্য। কাউন্সিলর জানিয়েছেন, আমি অবাক, দেখছি কি করা যায়।

এইচএইচপি লোকোমোটিভ রং করা

টোয়ার বিজ্ঞপ্তি নং ১ এনসিডি-পিএলসি-পিউসি-১৬৪২২৫ তারিখঃ ১২.০৩.২০২৫ নিম্নলিখিত কার্যের জন্য নিম্নলিখিতকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ই ডিএফসিএল মি ওয়াহাটিতে পলিউরেশনে পেষ্ট দিয়ে এইচএইচপি লোকোমোটিভ রং করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৪৬,০০,০০২/- টাকা-বাংলা মূল্যঃ ১২,২৪,১০০/- টাকা- টেন্ডার বন্ধের তারিখঃ ০৭-০৪-২০২৫ তারিখে পরের দিন টেন্ডার ই-টেন্ডারের টেন্ডার নম্বর সম্পর্কিত তথ্যঃ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখঃ ১২:০০ টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিএনই/ডি, নিউ ওয়াহাটি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রশাসনিক গ্রাহকের সেবা

QUANTUM IMPACT FOUNDATION
CIN: U85300WB2021NPL246298
Address: Apt No-14A, FLR-14, Tower-IV Rose Dale Garden Complex Action Area-III, Plot No-3, Kolkata-700156, West Bengal, India
Email id: bankimikra@gmail.com; Phone No.: 88003 29251

FORM NO. INC-19 NOTICE
[Pursuant to Rule 22 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
1. Notice is hereby given that pursuant to the provisions of sub-section (5) of Section 8 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar at, Kolkata, for the conversion of QUANTUM IMPACT FOUNDATION, a company registered under Section 8 of the Companies Act, 2013, into a private limited company with the addition of the words "Private Limited" to its name.
2. The principal objects of the company are as follows:
• To engage in the development and empowerment of economically backward sections, particularly the underprivileged, and to support agencies working in this field.
• To promote and assist infrastructure development, heritage preservation, environmental sustainability, educational advancement, skill development, and scientific research for rural and urban communities.
• To foster an ecosystem for innovation, entrepreneurship, and incubation, supporting knowledge-based enterprises that create social value.
• To provide essential services for socio-economic development and self-reliance of marginalized groups, particularly rural and semi-urban women and their families living below the poverty line (BPL).
• To offer educational support to underprivileged students, including child laborers, the disabled, and orphans.
• To organize seminars, forums, and awareness camps to promote moral values, self-confidence, and cultural heritage.
• To advocate for social transformation, good governance, political advancement, and economic prosperity.
3. A copy of the existing Memorandum and Articles of Association, along with the proposed amendments, is available for inspection at the registered office of the company at Apt No-14A, FLR-14, Tower-IV, Rose Dale Garden Complex, Action Area-III, Plot No-3, Kolkata-700156, West Bengal, India during business hours.
4. Notice is hereby given that any person, firm, company, corporation, or body corporate objecting to this application may communicate such objection in writing to the Registrar of Companies, Kolkata at Corporate Bhawan, Plot No. III/F/16, Action Area III, Premises No. C08B52, Akandakeshari, New Town, Rajarhat, Kolkata- 700155, within thirty (30) days from the date of publication of this notice. A copy of the objection shall also be forwarded to the applicant at the address mentioned above.
Dated this 18th day of March, 2025
For and on behalf of
QUANTUM IMPACT FOUNDATION
Sd/-
Bankim Mohan Kalra
Director
DIN: 09019181

Bapuji GRAM PANCHAYAT
Maniknagar, 13 No Bazar, PS-HW Point Coastal, Dist.-South 24 Pgs., W.B.
NIT NO.-178(20)/BGP/2025 Dated-17/03/2025
NIT NO.-179(20)/BGP/2025 Dated-17/03/2025
Last date of Submission On or before 26/03/2025 (up-to 1.30PM) Date of Opening - 2/04/2025 (From 02:00PM) (For viewing Tender:- www.wbtenders.gov.in)
Thanking You
Sd/- Pradhan
Bapuji Gram Panchayat

Namkhana Gram Panchayat
Shibnagar Abad, Namkhana
Mail:-namknapg@gmail.com
Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: (1) 11/NAMGP/25 (Fund-15), dt:- 17/03/2025 (2024-25) (1st CFC) Last Date of Bid Submission: 24/03/2025, 11:00 Hrs. Date of Opening: 26/03/2025, 11:00 Hrs. For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South 24 PGS.-or Visit: <https://wbtenders.gov.in>
Sd/- Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

OFFICE OF THE SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT
ELIPUR, HARIPAL, HOOGHLY, PIN – 712706
NOTICE INVITING E-TENDER
MEMO NO: 34, 35, 36 & 37/SEGP/2025 Date:- 12.03.2025
On behalf of Pradhan Sripatipur Elipur Gram Panchayat Office On line E-tender Invited from bonafide, resourcefull reputed and experience contractor for total 42 (Forty-two) Nos. different works at different places. Date of Publication 13/03.2025 at 18:00 pm. Date of Sale of Tender Form 13/03/2025 18:00 pm to 19/03/2025 18:00 pm. Date of dropping of Sealed Tender Form up to 19/03/2025 (up to 18.00 pm). Date of Opening of Bid on 20/03/2025 at 12:00 pm. For details please visit office of the undersigned on any working days or website <https://wbtenders.gov>.
Sd/- Pradhan
SRIPATIPUR ELIPUR GRAM PANCHAYAT

GAMCO
গ্যামকো লিমিটেড
(পূর্বে ডিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড নামে পরিচিত)
নিবন্ধিত অফিসঃ ২৫এ, এস.পি. মুখার্জি রোড, তৃতীয় তলা, ভবানীপুর, কলকাতা- ৭০০০২৫
ই-মেইল: L7539WB1983PLC035628 যোগাযোগ নম্বরঃ ৮১০০৫৮৮৫৯৬
চি-সিএল: tradevisco@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.viscotradeassociates.in
রেকর্ড তারিখের বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি স্তরকার, ২১ মে মার্চ, ২০২৪ তারিখ ৫১৪ অনুপাতে বোনাস ইন্সটাইট শোয়ার ইয়াু করার জন্য 'রেকর্ড তারিখ' নির্ধারণ করেছে, অর্থাৎ প্রতি ৪ (চার)টি বিমান সম্পূর্ণ পরিষেবার ইন্সটাইট শোয়ারের সাথে সর্বোপরি প্যড-পাসু ব্যাধুক্ত হবে। SEBI (ইস্যু অফ ক্যাটালিগ অ্যান্ড ডিসকালোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৮ অনুসারে নতুন বোনাস শোয়ার শুধুমাত্র ডিসেমিটোরিয়ালিউজ আকারে বানাদ করা হবে। যেসব সদস্যের কাছে বাধার আকারে শোয়ার রয়েছে এবং যারা কোম্পানি / RTA- কে তাদের ডিটেম্টে আ্যাকটিউটের বিরল প্রদান করবেন, তাদের ক্ষেত্রে শোয়ারগুলি ডিসেমিটোরিয়ালিউজ আকারে কোম্পানির সাপোর্টে আ্যাকটিউটে জমা করা হবে।
বোর্ডের আদেশক্রমে
গ্যামকো লিমিটেডের বানা
স্বা /-একো প্যাটরি
কোম্পানি সার্টিফ
সদস্যদাস নং -A48839

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION E-TENDER

ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :
NIT No.: X/098/034/2024-2025/D
Name of work : Maintenance of passage by laying cement concrete (1:2:4) near Senior Citizens Park, 5/81 Bijoygarh, etc in Ward No.-98, Br-X. Estimated Value (Including GST & CESS): Rs. 1,77,173.12. Earnest Money: Rs. 3,550.00. Time of Completion: 45 Days. Last date and time of submission of bid: 26.03.2025 - 12 noon. Date and time of opening of bid: 29.03.2025 - 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 18.03.2025 (from 5 p.m.) from the website <https://etender.nic.in>

The Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/068/28/2024-2025/D
Name of work : Restoration of paver block and IPS on footpath near 17/1 Ekdalia Rd and other places disturbed by different P.U. Agencies along with Natural Wear and Tear in Ward No.-68. Estimated cost (Including GST & CESS): Rs. 2,99,812.66. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 100 Days.
2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/070/25/2024-25/D
Name of work : Restoration of paver block & I.P.S footpath at 82B Chowringhee Rd & other different locations disturbed by different P.U. Agencies & Natural Wear & Tear in Ward No.-70. Estimated Cost (Including GST & CESS): Rs. 4,94,700.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 120 Days. Last date and time of submission of bid: 04.04.2025 - 12 noon (for sl. no. 1 & 2). Date of opening of tender: 07.04.2025 - 12 noon (for sl. no. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 21.03.2025 (5 p.m.) (for sl. no. 1 & 2) from the website <https://etender.wb.nic.in> (for sl. no. 1 & 2).

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
1. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/144/029/24-25/BUSTEE (2nd call)
Name of work : Development of C.C. Road by providing eucalyptus belling piling at slum area of Goswami Para near Pre. No.-49 in Ward No.-144. Estimated Cost (Including GST & CESS): Rs. 4,95,541.60. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 30 Days. Last date and time of submission of bid: 26.03.2025 - 12 noon. The tender will be opened on: 28.03.2025 - 12 noon.
2. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/142/061/24-25
Name of work : Restoration of C.C. Road at Darichak near Pre. No.-1/22 in Ward No.-142. Estimated Cost (Including GST & CESS): Rs. 3,80,117.90. Earnest Money: Rs. 8,000.00. Period of Completion: 30 Days.
3. NIT No.: KMC/EE(C)/BR-XVI/142/059/24-25
Name of work : Dev. of road by laying hot-mix at Chakramnagar near Patrapara Bazar in Ward No.-142. Estimated Cost (Including GST & CESS): Rs. 4,91,763.58. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 30 Days. Last date and time of submission of bid: 02.04.2025 - 12 noon (for sl. no. 2 & 3). The tender will be opened on: 04.04.2025 - 12 noon (for sl. no. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from 18.03.2025 (5 p.m.) (for sl. no. 1) and 25.03.2025 (5 p.m.) (for sl. no. 2 & 3). The website <https://etender.wb.nic.in> (for sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil), Br.-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/144/076/2024-2025/D
Name of work : Restoration of paver block passage with allied works at Ramnagar Lane and other location, near premises no. G301/D, G224, G214 etc. in Ward No.-134, Br.-XV. Estimated Cost (Including GST & CESS): Rs. 2,98,967.19. Earnest Money: Rs. 6,000.00. Period of Completion: 90 Days. Last date and time of submission of bid: 03.04.2025 - 11 a.m. Date of opening of tender: 05.04.2025 - 11 a.m. The bid forms and other details are available on and from 21.03.2025 (5 p.m.) from the website <https://etender.wb.nic.in>
149/24-25

ঋষভ পন্তের পেপ-টক, শ্রোতা মিলার-মার্ক্যামরা

লখনউ, ১৭ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ইতিহাস গড়েছেন ঋষভ পণ্ডা। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার এখন তিনিই। মেগা অকশনে দিল্লি ক্যাপিটালসের প্রাক্তন ক্যাপ্টেনকে ২৭ কোটি টাকায় নিয়েছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। প্রত্যাশামতো তাকে ক্যাপ্টেনও করেছে। আর ক্যাপ্টেন বখান বলেন, বাকিরা এতো শ্রোতার ভূমিকাতেই থাকবেন। এখানে অবশ্য শ্রোতার ভূমিকায় বিশ্ব ক্রিকেটের তাবড় তাবড় প্লেয়াররা। এমনকি লখনউ সুপার জায়ান্টস কোচ জাসিন ল্যান্ডারও রয়েছেন। লখনউ সুপার জায়ান্টসের দায়িত্ব নিয়ে কী বললেন ক্যাপ্টেন ঋষভ পণ্ডা? টিমের সঙ্গে প্র্যাক্টিসও শুরু করে দিয়েছেন ঋষভ পণ্ডা। সদ্য চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে এসেছেন। যদিও এক ম্যাচেও খেলার সুযোগ পাননি। আইপিএলের মাধ্যমে যেন আগামী জুনে ইংল্যান্ড সফরের প্র্যাক্টিসও সেয়ে রাখতে চান। লখনউ ক্যাপ্টেন টিমকে একত্রিত করতে বিশেষ বক্তব্যও রাখেন। ২০২২ সালে আইপিএলে অভিনেত লখনউ সুপার জায়ান্টসের। লোকেশ রাহুলের নেতৃত্বে প্রথম দু-বারই প্লে-অফে জয়গা করে নিয়েছিল লখনউ। যদিও গত মরসুমটা ভালো কাটেনি। নতুন মরসুমে আগে লখনউ ক্যাপ্টেন ঋষভ পণ্ডা সতীর্থদের বলেন, “আমাদের টিম অভিজ্ঞতার



অভাব নেই। প্রচুর অভিজ্ঞ প্লেয়ার রয়েছে। তেমনই ম্যানেজমেন্টও অভিজ্ঞ সিনিয়র প্লেয়ারদের বলব, তোমরা তরুণদের সঙ্গে নিজদের অভিজ্ঞতাগুলো ভাগ করে নাও। সেই অভিজ্ঞতাগুলো থেকে সমৃদ্ধ হবে দলের তরুণ সদস্যরা।” তিনি উদাহরণ হিসেবে নিকোলাস পুরান, ডেভিড মিলার, এইডেন মার্ক্যামের মতো অভিজ্ঞ সতীর্থদের অনুরোধ করেন। লখনউয়ের নতুন ক্যাপ্টেন পেপ-টক আরও যোগ করেন, “আমরা এমন একটি পরিবেশ তৈরি করতে চাই, যেখানে সকলেই নিজদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে। বলটা হয়তো খুব সহজ, তবে এর জন্য প্রত্যেককেই দায়িত্ব নিতে হবে। শুধুমাত্র ম্যানেজমেন্টেই নয়, আমাদের মতো প্লেয়ারদেরও দায়িত্ব। আমরা সেই পরিবেশটা তৈরি করতেই পারি। আমি একটা জিনিস মনে রাখি বিশ্বাস করি, যদি প্লেয়ারদের পাশে থাকা যায়, বিশ্বাস এবং ভ্রাসা করা যায়, তারা যে কোনও পরিস্থিতিতেই পারফর্ম করতে পারবে।”

লাল-হলুদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন সিংটো, থাকবেন তো বিনো?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৭ মার্চঃ হতাশাজনক পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে এবারের মরসুম শুরু করেছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। কল্লিঙ্গ সুপার কাপ জয় করার মধ্য দিয়ে গত মরসুম শেষ করার পর এবার শুরু থেকেই প্রভাব বিস্তার করার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। আগের সিজনে তুরান্ত কাপের ফাইনালে উঠলে ও এবার ছিটকে যেতে হয়েছে কোয়ার্টার ফাইনালে। আইলিগের দলের কাছে এমন



পরাজয় কিছুতেই ভালোভাবে নেয়নি সমর্থকরা। পরবর্তীতে দেশের প্রথম ডিভিশন লিগ তথা আইএসএলে জয় দিয়ে শুরু করার পরিকল্পনা থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। পরাজিত হতে হয়েছে টানা ছয়টি ম্যাচ। এমন পরিস্থিতিতে দলের দায়িত্ব ছাড়েন কার্লেস কুয়াড্রাত। তারপর দলের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয় অঙ্কার ব্রজেনের হাতে। এএফসির চ্যালেঞ্জ লিগের কোয়ার্টার

ফাইনালে কলকাতা ময়দানের এই প্রধানকে নিশ্চিত করার পর ইন্ডিয়ান সুপার লিগে ও জয়ের মুখ দেখেছিল মশাল ব্রিগেড। যারফলে একটা সময় তলানিতে থাকতে হলেও সেখান থেকে ধীরে ধীরে কিছুটা উপরে উঠে এসেছিল ইস্টবেঙ্গল। স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে সুপার সিজনে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিল লাল-হলুদ পুরন। যদিও সেই স্বপ্ন এবার ও জনন হয়নি সমর্থকদের। ওয়েন চেন্নাইয়িন এফসির কাছে পরাজিত হওয়ার পর প্লে-অফে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে গিয়েছিল এই দলের। কিন্তু তবুও সহজে হাল ছাড়তে নারাজ ছিলেন অঙ্কার ব্রজেন। দলের ফুটবলারদের চোট আঘাতের পাশাপাশি আরও একাধিক সমস্যা নিয়েই লড়াই করতে শুরু করেছিল মশাল ব্রিগেড। এমনকি টানা তিনটি ম্যাচে সহজ জয় ও পেয়েছিল সৌভিক চক্রবর্তীরা। কিন্তু ঘরের মাঠে বেঙ্গলুরু এফসির কাছে এগিয়ে থেকেও আসেনি জয়। শেষ পর্যন্ত পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই মাঠ ছাড়তে হয়েছিল উভয় দলকে। যারফলে প্লে-অফে যাওয়ার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলদের। সেই নিয়ে যাপ্তেই হতাশা সমর্থকরা। তবে এখন থেকেই নতুন সিজনের জন্য দল গঠনের কাজে তৎপরতা দেখাতে শুরু করেছে লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। আসন্ন ফুটবল মরসুমে দলের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন থাংবোই সিংটো। চলতি আইএসএল মরসুমের মাঝামাঝি সময় পুর্ন হায়দরাবাদ এফসির দায়িত্ব পালন করেছিলেন এই ভারতীয় কোচ। তবে গতবছরের শেষের দিকেই তাকে ছাটিই করে

হায়দরাবাদ। পরবর্তীতে তাকে নিয়ে কেবলা রাষ্টার্স আগ্রহ দেখালেও শেষ পর্যন্ত বাজিমাতে করে লাল-হলুদ ব্রিগেড। এখনও পর্যন্ত যতদূর জানা গিয়েছে, দলের তরুণ ফুটবলারদের ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি নয়া ফুটবলার স্ক্রাউটিং সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করতে পারেন সিংটো। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল যে তাহলে কি এবার দলের দায়িত্ব ছাড়বেন বিনো জর্জ। হিসাব অনুযায়ী দেখলে আগামী



২০২৬ সাল পর্যন্ত ইমামি ইস্টবেঙ্গলদের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে কেরালার এই কোচের। যারফলে তাকে ছাড়ার হয়তো কোনও পরিকল্পনা নেই ম্যানেজমেন্টের। তবে বিশেষ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, বিনো জর্জকে নিয়ে নাকি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল দক্ষিণের একটি ফুটবল ক্লাব। তবে লাল-হলুদের সঙ্গে চুক্তি থাকায় সেই কথা নাকি এগোয়নি বেশিদূর।

ট্রফি জিততে মুম্বইয়ের নতুন ছক ফাঁস করে দিলেন হার্দিক

মুম্বই, ১৭ মার্চঃ প্রথম মরসুমটা বোধহয় ভুলে যেতে চাইবেন তিনি। একদিকে প্রত্যাবর্তন ছিল ভীষণই অসুখের। অন্য দিকে ছিল না পারিবারিক শান্তিও। সব মিলিয়ে তিনি যেন হারিয়েই ফেলেছিলেন নিজেকে। সবচেয়ে বড় কথা, মুম্বই ইন্ডিয়ানের ভক্তরা তাকে কোনও ভাবেই গ্রহণ করতে চাইছিলেন না। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে ক্যাপ্টেন করা হয়েছিল। নতুন নেতাকে খির ক্ষেত্রে বিস্ফোভও উগড় দিয়েছিলেন তাঁরা। পরিস্থিতি ঘুরিয়ে দিতে পারতেন। যদি টিম ভালো খেলত। তাও হয়নি। উল্টে টিমের অত্যন্ত খারাপ পারফরম্যান্স আরও চাপে ফেলে দিয়েছিল। সেখান থেকেই ঘুরে দাঁড়িয়েছেন প্রবল ভাবে। রাশিয়ান স্ট্রীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে তাঁরা। তারপর আবার দু-দুটো আইসিস ট্রফিজই টিমের দখল। সেই হার্দিক পাণ্ডিয়া কিন্তু এ বারের আইপিএলে মুম্বইকে সাফল্য দেওয়ার

জন্ম মুখিয়ে রয়েছেন। ২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে দেশের সামার ফেস্টিভাল। বিউগল বেজে গিয়েছে। শুরু হয়ে

অভিজ্ঞতাও রয়েছে। ব্যাপারটা কিন্তু খুব রোমাঞ্চকর। দল হিসেবে মাঠে নেমে সফল ভাবে পরিকল্পনা



গিয়েছে উৎসবের প্রস্তুতি। তারই মধ্যে হার্দিক বলে দিয়েছেন, “এ বারও আমাদের টিম অভিজ্ঞতার ভরপুর। এমন তারকা রয়েছে টিমে, যাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে খেলার

বাস্তবায়িত করাটাই একমাত্র লক্ষ্য। যদি সেটা করতে পারি, আমাদের সামনে কিন্তু ভালো সময় অপেক্ষা করে থাকবে।” এ বারও মুম্বইয়ের টিমে তারকার ছড়াছড়ি। রোহিত

থেকে শুরু করে সূর্যকুমার যাদব, তিলক ডার্মাদের দেখতে পাওয়া যাবে। জসপ্রীত বুমাংকে নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন রয়েছে। তবে, টিমের যা গভীরতা, তাতে যে কোনও টিমের বিরুদ্ধে সেরাটা দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে মুম্বইয়ের। আর সেই কারণেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে ক্যাপ্টেন হার্দিককে। ওয়াংখেডের মতো মাঠে ব্যাটে ঝড় উঠবেই। বোলিংটাই চ্যালেঞ্জ হবে। সে কথা মাথায় রেখেই বোলিং নিয়েই ছক তৈরি করতে চাইছেন হার্দিকের। তার কথায়, “পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাবর আমরা প্লেয়ার নিই। ওয়াংখেডের চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে, একটা শক্তিশালী বোলিং বিভাগ তৈরি করা। ওয়াংখেডেতে সব সময় হাইস্কোর ম্যাচ হয়। সেই কারণেই অভিজ্ঞতা বাড়ে, গতি এবং দুইং আর বাউন্স থাকবে, এমন বোলারদের নিয়েই বোলিং বিভাগ সাজানো হবে।”

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চূড়ান্ত ম্যাঞ্চ ৮৬৯ কোটির আর্থিক ক্ষতি!

ইসলামাবাদ, ১৭ মার্চঃ কাটা ঘায়ে এবার নুনের ছিটে জুটল পাকিস্তানের। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক দেশ হিসেবে টুর্নামেন্টের গ্রুপ স্টেজ থেকে বিদায়ের পর ক্ষত তৈরি হয়েছিল। এবার সামনে এল সেই টুর্নামেন্ট আয়োজনের সুবাদে প্রবল আর্থিক ধাক্কার তথ্য। সূত্রের খবর, দেশের তিনটি জয়গায় আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর বসানোর জেরে ইতিমধ্যে প্রায় ৮-৬৯ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়েছে পিসিবি। যার জেরে কোপ পড়েছে ক্রিকেটারদের বিলাস-ব্যসনে। বাবর আজমরা বিশেষ সফরে গেলে আগে বিলাসবহুল পাঁচতারা হোটেল খাচ্ছেন। এবার থেকে ছাপোষা হোটেলই দিন কাটতে

হবে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের। শুধু তাই নয়, আর্থিক ক্ষতি ঠেকাতে খেলোয়াড় পিছু ম্যাচ ফি ৪০ হাজার টাকা থেকে কমিয়ে ১০ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা হয়েছে। প্রথম দল, রিজার্ভ টিম-সর্বত্র বেতন কাটছাটের কোপ পড়েছে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, আয়োজক দেশ হলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে মোটে একটি ম্যাচই ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পায় পাকিস্তান। তাতেও হারা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওই ম্যাচটি হয়েছিল লাহোরে। দ্বিতীয় ম্যাচ, ভারতের বিরুদ্ধে, পাক টিম খেলতে আসে দুবাইয়ে। তাতেও লঙ্কার হারা। তিন নম্বর ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। কিন্তু বাদ সাধে বৃষ্টি। গোটা ম্যাচ প্রবল বর্ষণে ভেঙে যায়।

অক্ষর প্যাটেলের ডেপুটি ডু’প্লেসি!

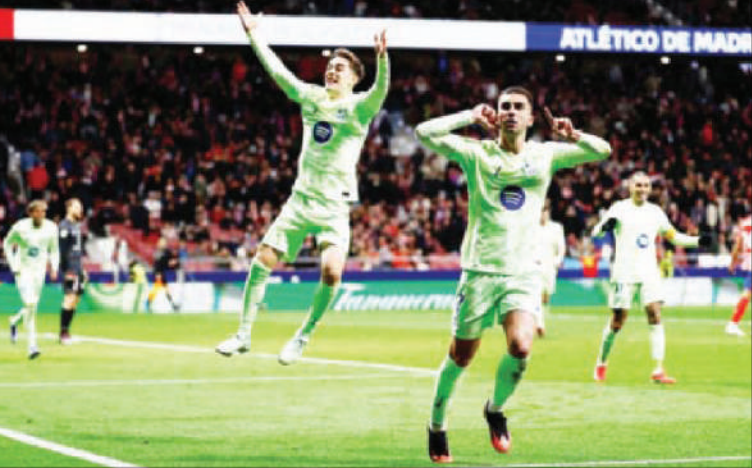
নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চঃ ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সকলের শেষে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। প্রাথমিক ভাবে পরিকল্পনায় ছিলেন দু-জন। লোকেশ রাহুল এবং অক্ষর প্যাটেল। যদিও সূত্রের খবর, নেতৃত্ব নিতে চাননি লোকেশ রাহুল। প্রত্যাশিত ভাবেই অক্ষর প্যাটেলকেই ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছে দিল্লি ক্যাপিটালস। এর আগে শুধুমাত্র কলকাতা নাইট রাইডার্স ক্যাপ্টেনের পাশাপাশি ভাইস ক্যাপ্টেন ঘোষণা করেছিল। এ বার দিল্লি ক্যাপিটালসও অক্ষরের হাইপ্রোফাইল ডেপুটি ঘোষণা করল। কিছুক্ষণ আগেই দিল্লি ক্যাপিটালসের তরফে ফাফ ডু’প্লেসিকে ভাইস ক্যাপ্টেন ঘোষণা করা হয়েছে। বিরাট কোহলি ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের নেতৃত্ব ছাড়ার সময়ই আইপিএলের নেতৃত্বও ছেড়ে দিয়েছিলেন। স্নোহি সুপার কিংস থেকে এসেছিলেন ফাফ ডু’প্লেসি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গলুরুতে ক্যাপ্টেনি করছেন ফাফ। ট্রফি না এলেও দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে আরসিবি। আরসিবি ব্যাটিংয়েও ভরসা দিয়েছেন ফাফ। বিরাটের সঙ্গে তাঁর ওপেনিং জুটিই মূলত টেনেছে আরসিবিকে। এ বার আরসিবি তাকে রিটেন করেনি। মেগা অকশনে দিল্লি ক্যাপিটালস তাকে বেস প্রাইসে নিয়েছে। অক্ষর প্যাটেল প্লেয়ার হিসেবে অভিজ্ঞ হলেও ক্যাপ্টেনির দিক থেকে সীমিত। ফাফ ডু’প্লেসির মতো একজন অভিজ্ঞ ডেপুটি থাকায় অক্ষরের নেতৃত্বের উন্নতি হবে।

আতলেতিকোর মাঠে ২ গোল হজমের পর ৪ গোল করে জিতল বার্সেলোনা

চার দিন আগের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের হতাশা ভুলে বিরতির আগে গোটা ওয়ান্ডা মেট্রোপলিতানোকে উল্লাসে ভাসালেন হলিয়ান আলভারেস। বদলি নেমে আবারও বার্সেলোনার জালে বল পাঠালেন আলেকজান্দার সরলথ। কাতালান দলটির সামনে তখন চোখ রাঙাচ্ছিল পরাজয়। এরপর, কী দুর্দান্তভাবেই না ঘুরে দাঁড়াল তারা। ছয় মিনিটের মধ্যে শোখ করল দুই গোল। যোগ করা সময়ে প্রতিপক্ষের জালে আরও দুবার বল পাঠিয়ে অবিশ্বাস্য এক জয় তুলে নিল হাসি ফ্রিকের দল।

মাদ্রিদ, ১৭ মার্চঃ আতলেতিকোর মাঠে রবিবার রাতে লা লিগার ম্যাচে ৭১ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে পিছিয়ে থাকা বার্সেলোনা জিতেছে ৪-২ ব্যবধানে। দুর্দান্ত এই জয়ে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে ফের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠেছে বার্সেলোনা। রবর্ত লেভানডফস্কি ব্যবধান কমানোর পর বার্সেলোনাকে সমতায় ফেরান ফেররান তরেস। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন লামিনে ইয়ামাল। ছয় মিনিট পর নিজের দ্বিতীয় গোলে সব অনিশ্চয়তার ইতি টেনে দেন দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামা তরেস। এই মরসুমে আতলেতিকোর বিপক্ষে আগের দুবারের দেখায় ঘরের মাঠে জিততে ব্যর্থ হয়েছিল বার্সেলোনা। গত ডিসেম্বরে লা লিগার ম্যাচে প্রথমার্ধে এগিয়ে গিয়েও শেষ পর্যন্ত ২-১ গোলে হেরেছিল তারা। ৯৬তম মিনিটে আতলেতিকোর জয়সূচক গোলটি করেছিলেন সরলথ। আর গত মাসে কোপা দেল রেের সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে শুরুর ৬ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে ৮৬ মিনিট পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল বার্সেলোনা। কিন্তু শেষ দিকে দুই গোল খেয়ে জয় হাতছাড়া করে তারা। ৯৩তম মিনিটে আতলেতিকোকে ৪-৪ সমতায় ফেরান সেই সরলথ। তৃতীয় দেখায় এবার নিজেরাই যোগ করা সময়ে গোল করে রোমাঞ্চকর জয় তুলে নিল ফ্রিকের দল। এই মাঠেই গত বুধবার রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে টাইব্রেকের ‘বল দু’বার স্পর্শের জন্য’ আলভারেরের গোল লেভানডফস্কির হেড অনায়াসে ঠেকান আতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও মাঝে অনেকটা সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ

দল। ২৭ ম্যাচে ১৯ জয় ও ৬ ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট হলো ৬০। সমান পয়েন্ট নিয়ে মুখোমুখি লড়াইয়ে পিছিয়ে দুইয়ে নেমে গেল শিরোপাধারী রিয়াল। ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আতলেতিকো। মাদ্রিদের দুই দল একটি করে ম্যাচ বেশি খেলেছে। ম্যাচের শুরুর দিকে বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণেও একটোট্টা



দাপট দেখায় বার্সেলোনা। পঞ্চম মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগ পায় তারা। দানি ওলমোকে বজ্রের বাইরে পাস দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েন ইয়ামাল। ফিফটি পাস পেয়ে তরুণ স্প্যানিশ উইন্ডারের শট পোস্টের বাইরের দিকে লাগে। চতুর্দশ মিনিটে আরেকটি সুযোগ আসে বার্সেলোনার সামনে। জুল কুদের ক্রসে লেভানডফস্কির হেড অনায়াসে ঠেকান আতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও মাঝে অনেকটা সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ

পায়নি কেউ। ৪৪তম মিনিটে ভালো সুযোগ পান লেভানডফস্কি। পেনিয়ার পাস বজ্রে পেয়ে পোলিশ স্ট্রাইকারের কোনোকুনি শট ক্রসবারের ওপরের অংশে লাগে। পরের মিনিটে লক্ষ্যে নিজের প্রথম শটই সমর্থকদের উল্লাসে ভাসায় আতলেতিকো। বাঁ দিক থেকে অত্যন্তান গ্রিঞ্জমান পাস দেন বজ্রে, প্রথম



স্পর্শে জুলিয়ানো সিনেওনে আবার পাস দেন পেনাল্টি স্পটের কাছে, প্রথম স্পর্শেই নিখুঁত শটে ঠিকানা খুঁজে নেন আলভারেস। ৫০তম মিনিটে সুযোগ পায় বার্সেলোনা। বজ্রের বাইরে থেকে ইয়ামালের নিচু শট পোস্টের সামান্য বাইরে দিয়ে যায়। ৬০তম মিনিটে আলভারেসের বদলি নামার ১০ মিনিট পরই লেভানডফস্কির হেড অনায়াসে ঠেকান আতলেতিকো গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ চললেও মাঝে অনেকটা সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সুযোগ

আতলেতিকোর মিডফিল্ডার রদ্রিগো দে পলের হাতে বল লাগায় হ্যান্ডবলের আবেদন করে বার্সেলোনা। তবে ভিএআরের সাহায্যে গোল বহাল রাখেন রেকারি। তাকে খির প্রতিবাদ জানাতে থাকেন বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা। ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন, ভাগআউটে উত্তেজিত কোচ হাসি ফ্রিক। বার্সেলোনার বিপক্ষে টানা ছয় ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন সরলথ। দ্বিতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই স্বাদ পেলেন তিনি। প্রথম জন ক্রিস্তিয়ানো রোনাল্ডো। এই মরসুমে বদলি নেমে মোট ৮ গোল করলেন সরলথ, ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। সেই রেশ থাকতেই ৭২তম মিনিটে চমৎকার গোলে ব্যবধান কমান লেভানডফস্কি। ইনিগো মার্তিনেসের ক্রস বজ্রে বুক দিয়ে নামিয়ে এক ডিফেন্ডারের চ্যালেঞ্জ সামলে বাঁ পায়ের শটে গোলাটি করেন ৩৬ বছর বয়সী তারকা। এবারের লা লিগার সর্বোচ্চ গোলাদাতা লেভানডফস্কির গোল হলো ২২টি। ৭৮তম মিনিটে স্কোরলাইন ২-২ করেন তরেস। রাফিনিয়ার ক্রসে কাছ থেকে হেডে গোলাটি করেন ৬৭তম মিনিটে ওলমোর বদলি নামা এই স্প্যানিশ ফরয়ার্ড। যোগ করা সময়ের দ্বিতীয় মিনিটে বার্সেলোনাকে আত্রেকবার উল্লাসে ভাসিয়ে এগিয়ে নেন ইয়ামাল। বজ্রের বাইরে থেকে তার শট আতলেতিকোর এক ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে জড়ায়। আর যোগ করা সময়ের অষ্টম মিনিটে আতলেতিকোর এক খেলোয়াড় বল হারানোর পর বজ্রের বাইরে থেকে শটে নিজের দ্বিতীয় গোলাটি করেন তরেস। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা ১৮ ম্যাচে অপরাজিত রইল বার্সেলোনা (১৫ জয় ও ৬ ড্র)।

বুকিং চলছে

গীতাঞ্জলি ফরেষ্ট রিট্রিট

অযোধ্যা, আরসা, পুরুলিয়া

9875658238 / 8820071827 / 8334826975

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডে প্রমুখ প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নন্দর কর্তৃক সত্যজয় এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, ব্রহ্মবর সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ ইইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফ্লোর সেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ ইইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নন্দর

Printed & Published by Alok Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajog Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Alok Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com